CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-331 ■ 31 August, 2026 ■ আগরতলা ৩১ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৩ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

নেশামুক্ত যুব অভিযানে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস)।। ২০৪৭ সালের মধ্যে মাদকমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গতি পেয়েছে 'নশামুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত' অভিযান। রবিবার দেশের নাগরিকদের এই অভিযানে বৃহৎ সংখ্যায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, মাদকাসক্তি শুধু একজন ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এর প্রভাব পড়ে গোটা পরিবার ও সমাজের ওপর।

মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর ১৩৭তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অভিযানের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্টমাদকমুক্ত যুব এবং মাদকমুক্ত ভারত। দেশের বহু মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ, ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য, সুখ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মাদকমুক্ত ভারত গড়ার সংকল্পকে তিনি সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশের সৃজনশীল মহলকেও এই অভিযানে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। সামাজিক মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরি, স্লোগান লেখা, গান রচনা, ছোট নাটক বা পথনাটিকার মাধ্যমে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার পরামর্শ দেন তিনি।

মোদি বলেন, দেশের তরুণ সংগীতশিল্পীরা মাদকমুক্ত জীবনের বার্তা দিয়ে গান তৈরি করতে পারেন। ছাত্রছাত্রী ও থিয়েটার গোষ্ঠীগুলি মাদকের বিপদ এবং কীভাবে আসক্তি থেকে বেরিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে মানুষ এখন প্রতিবাদী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। আজকের মন কি বাত কার্যক্রমে নেশামুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরা সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। এর পাশাপাশি আজকের এপিসোডে মহানায়ক উত্তম কুমার সম্পর্কে কথা বলেছেন তিনি।

আজ আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ আমরা ১৩৭তম মন কি বাত শুনলাম। প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার দিনটির অপেক্ষায় আমরা বসে থাকি যে এবারের এপিসোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কি নিয়ে আসবেন। আজকে যেসব বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছেন সেগুলির মধ্যে কিছু বিষয় মনে দাগ কেটেছে। ডাঃ সাহা বলেন, ইতিহাস জানা থাকলে অনেক কিছু জানা যায়। আমরা অনেকেই ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানিনা। ত্রিপুরার ইতিহাস সম্পর্কে চর্চার জন্য কেউ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভাসলেন বিপ্লব

কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় ফিরলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রবিবার আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার দলীয় কর্মী-সমর্থক। বিমানবন্দর থেকে সস্ত্রীক হুডখোলা গাড়িতে করে শহরে পৌঁছে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন সভায় যোগ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা, বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়ক, দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ত্রিপুরার মানুষের অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার মাটি তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক, রাজ্যসভার সাংসদ, লোকসভার সাংসদ থেকে শুরু করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বসবকিছুর পেছনে ত্রিপুরার মানুষ ও বিজেপির কার্যকর্তাদের অবদান রয়েছে।

সাংসদ বলেন, তিনি কখনও ভাবেননি যে রাজনীতিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী বা সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি একদিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হবেন। সাংসদের কথায়, তৃণমূল স্তর থেকে বিজেপির কার্যকর্তাদের পরিশ্রম এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই ত্রিপুরায় বিজেপির উত্থান সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠনের পর তার প্রভাব ত্রিপুরাতেও পড়ে। এর ফলেই ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় শূন্য থেকে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়ন, পরিকাঠামো, যুব সমাজ ও সাধারণ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে রাজনীতির নতুন ধারা তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দেন বিপ্লব দেব। তিনি প্রত্যেক বিজেপি কার্যকর্তাকে নিয়মিত মানুষের বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর আহ্বান, প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের খোঁজখবর নিতে হবে। কার বাড়িতে যাওয়া হয়েছে, তাঁদের মোবাইল নম্বর এবং কী সমস্যা রয়েছেসেগুলি ডায়েরিতে নথিভুক্ত করার পরামর্শও দেন তিনি।

বিপ্লব দেব বলেন, মানুষের সুখ-দুঃখের কথা জানতে পারলেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যায়। তাঁর মতে, জনপ্রতিনিধি বা দলীয় কর্মীদের মানুষের কাছাকাছি থাকতে হবে। ভয় নয়, মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও আশীর্বাদ পাওয়াই একজন প্রকৃত কর্মীর সাফল্যের পরিচয়।

তিনি আরও বলেন, দলের প্রাক্তন পদাধিকারীদেরও কোনওভাবেই অবহেলা করা উচিত নয়। বরং একজন প্রাক্তন সভাপতি বা প্রাক্তন পদাধিকারীর অভিজ্ঞতাকে দলের সম্পদ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। তৃণমূল স্তরের কর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কর্মীদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে এই এবং নিজেদের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

ত্রিপুরায় রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গও এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। অতীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিহত বিজেপি কর্মীদের স্মরণ করে তাঁদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন তিনি। একইসঙ্গে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি থেকে ত্রিপুরা বর্তমানে মুক্ত হয়েছে বলেও দাবি করেন বিপ্লব দেব।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, "নিজেকে আগে চিনতে হবে।" তাঁর কথায়, প্রত্যেক কর্মীর মধ্যেই নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একজন সাধারণ কার্যকর্তাও ভবিষ্যতে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। তাই কাউকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় অগণতান্ত্রিক ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। ড. অজিত রায় চৌধুরীর ৩৮তম শহীদান দিবস উপলক্ষে রবিবার যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

ডিওয়াইএফআই-এর যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের পর থেকে যোগেন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির কার্যালয় একাধিকবার শাসকদলের হামলার শিকার হয়েছে। তাঁর দাবি, হামলার সময় 'ভারত মাতা কি জয়' এবং 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি সাধারণ মানুষের বাড়িঘরেও হামলার অভিযোগ ওঠে বলে দাবি করেন তিনি।

বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় আবেগকে সামনে রেখে রাজনৈতিক আক্রমণ চালানো হয়েছে। এমনকি রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সংগৃহীত চাঁদার অর্থ নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তবে এসব ঘটনায় যথাযথ বিচার হচ্ছে না বলেও অভিযোগ তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, হামলা ও রাজনৈতিক চাপ সত্ত্বেও বামপন্থী কর্মীদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর দাবি, শাসকদলের মধ্যে বর্তমানে ভয় ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনীতি এখন স্বার্থের খেলায় পরিণত হয়েছে ঃ মোহন ভাগবত

নিউইয়র্ক, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস) ।। রাজনীতি এখন অনেকটাই "স্বার্থের খেলায়" পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে সমাজের ভিতর থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। স্থানীয় স্তরে ঐক্য, নিঃস্বার্থ সেবা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে তার ভিত্তিতেই সরকারি নীতি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা সম্ভব।

নিউইয়র্কে 'ওয়ান ওয়ার্ল, ওয়ান হিউম্যানিটি' কর্মসূচিতে ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা বা গভীরে প্রোথিত সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, "এসব রাজনীতির মাধ্যমে হয় না। দুঃখিত, কিন্তু বাস্তবতা হল, রাজনীতি এখন স্বার্থের খেলায় পরিণত হয়েছে।" ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব সামাজিক বিভাজনের সমাধানকে আরও কঠিন করে তুলেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এর পরিবর্তে সম্মিলিত স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ভাগবত বলেন, "যেখানে শুধু 'আমি' রয়েছে, সেখানে কোনও সমাধান নেই। 'আমরা এবং আমাদের'

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাল্লুকের হামলায় আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ আগষ্ট ।। রাবার বাগান পরিষ্কার করতে গিয়ে ভাল্লুকের হামলায় গুরুতর আহত হলেন স্বামী-স্ত্রী। তার মধ্যে স্বামীর আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরেন্দ্রনগর এডিসি ভিলেজের পাঞ্জীরায় মগ পাড়ায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার ওষুধে ভেজাল সরব প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। দিল্লিতে ভেজাল ক্যান্সারের ওষুধ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিকদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভিডিও বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, এই ঘটনা শুধু বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়; এর সঙ্গে মানুষের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, আগস্ট মাসের শুরুতে দিল্লিতে ক্যান্সার রোগীদের জন্য ব্যবহৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ 'অ্যাভলুমাব'-এর ভেজাল সংস্করণ ধরা পড়ে। তাঁর দাবি, একটি ইনজেকশনের দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা। এক ক্রেতা ও চিকিৎসকের সন্দেহ হওয়ায় ইনজেকশনটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে তাতে কোনও কার্যকর ওষুধ পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। পরে তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। দেশের সাতটি বড় রাজ্যে এই ভেজাল ওষুধ মজুত ও বিক্রি হচ্ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

কংগ্রেস মুখপাত্রের বক্তব্য, ১৭ জনকে গ্রেফতার করলেই প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়েছে বলে মনে করার কারণ নেই। তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র একটি ওষুধ নয়, দেশে আরও বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধ ভেজাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ধরনের চক্রের বিরুদ্ধে আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাথর সরবরাহে ঘাটতি সংকটে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ আগষ্ট ।। প্রায় তিন মাস ধরে ত্রিপুরায় পাথর সরবরাহে অচলাবস্থার জেরে চরম সংকটে পড়েছেন পাথর ব্যবসায়ী, ক্রেশার মালিক, গাড়িচালক ও শ্রমিকরা। উত্তর ত্রিপুরার বৃহত্তর ধর্মনগর মহকুমাজুড়ে একের পর এক ছোট-বড় ক্রেশার বন্ধ হওয়ার মুখে। পাথরের জোগান ব্যাহত হওয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও নির্মাণকাজও থমকে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে পরিবহন ব্যবসা, স্থানীয় বাজার ও দোকানপাটেও। পরিস্থিতিতে গোটা মহকুমাজুড়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে চুরাইবাড়ি এলাকায় পাথর ব্যবসার উপর নির্ভরশীল অসংখ্য পরিবার বর্তমানে সমস্যায় পড়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, এলাকায় পাথর ব্যবসা ছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। অনেকেই ব্যাংক ঋণ কিংবা কিস্তিতে গাড়ি কিনে মেঘালয় থেকে বোল্ডার এনে চুরাইবাড়িতে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাথর পরিবহন বন্ধ থাকায় তাঁদের আয়-রোজগার কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় কয়েকজনের গাড়ি ফাইন্যান্স সংস্থাগুলি নিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এই পরিস্থিতিতে রবিবার ত্রিপুরা বোল্ডার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিলন দেবনাথের বাসভবনে পাথর ব্যবসায়ী, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, গাড়ির মালিক, চালক ও ক্রেশার মালিকদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪০বছর পর রাস্তা নির্মাণ

শুরুতেই নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বাধা, উত্তেজনা গৌরনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট ।। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের প্রতীক্ষার পর রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হতেই বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল খোয়াই আর.ডি. ব্লকের গৌরনগর এলাকায়। প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ত দপ্তরের অধীনে শুরু হওয়া এই রাস্তার নির্মাণকাজকে কেন্দ্র করে গতকাল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, রাস্তার নির্মাণকাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে অন্য এলাকা থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জনের একটি দল ঘটনাস্থলে এসে কাজ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি নির্মাণকাজ বন্ধ না করলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

তবে গৌরনগরের প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান উপপ্রধান বিভাস সিনহা-সহ একাধিক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, রাস্তার নির্মাণকাজ সঠিকভাবেই চলছে এবং কাজের গুণগত মান নিয়েও তাঁরা সন্তুষ্ট। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে কয়েক মাস ধরে এলাকায় রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গতকাল কাজ চলাকালীন বাইরে থেকে আসা একদল ব্যক্তি সেখানে এসে নির্মাণকাজ বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সেই সময় উপপ্রধান-সহ কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তার কাজ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। অভিযোগ, আলোচনার মধ্যেই কয়েকজন রাস্তার সাইড ওয়ালের রড এবং কিছু পাইপ ভাঙচুর করে। ঘটনায় নির্মাণকাজে যুক্ত কর্মীরা হতবাক হয়ে পড়েন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় বলে অভিযোগ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রায় চার দশক ধরে রাস্তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর কর্মীর গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ১০৩২৩ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৯ আগষ্ট ।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১০,৩২৩-এর প্রাক্তন শিক্ষক দীপক দাস। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক টিএসআর কর্মীর চালানো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মেলাঘরের ইন্দিরানগর কলোনি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, গতকাল মেলাঘরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৩১ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১৩ভাদ্র, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ কোন পথে ?

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে শেষ হইতে চলিয়াছে। এই চুক্তি পুনর্নবীকরণের আগে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কেন্দ্রের মোদী সরকারের কাছে একটি সুস্পষ্ট প্রস্তাব বা দাবি পেশ করিয়াছে, যেখানে স্পষ্ট জানানো হইয়াছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন চুক্তি করিবার আগে পশ্চিমবঙ্গের জল, বন্দর এবং শিল্পের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে এবং তাহা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাইবে না।সম্প্রতি ভারতের জলশক্তি মন্ত্রকের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটির বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়াছেন। ফারাক্কা থেকে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পর্যাপ্ত জলপ্রবাহ না থাকিলে পলি জমিয়া কলকাতা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের নাব্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাহাজ চলাচলের স্বার্থে শুকনো মরসুমে পর্যাপ্ত ডাউনস্ট্রিম প্রবাহ বজায় রাখিবার দাবি জানাইয়াছে রাজ্য। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষের পানীয় জল, সেচ এবং শিল্পকারখানার জন্য গঙ্গার জলের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস এবং আর্সেনিক দূষণের কারণে পরিশোধিত গঙ্গার জলের উপর নির্ভরতা বাড়িতেছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলোতে গঙ্গার তীব্র নদীভাঙন এবং বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নতুন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার আবেদন জানানো হইয়াছে।নবান্নের পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে যে, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্বার্থে চুক্তি পুনর্নবীকরণ হইতেই পারে, তবে তাহা যেন বাংলার নিজস্ব প্রাপ্য জল বা অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনো আঘাত না হানে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, যাহার মেয়াদ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হইতে চলিয়াছে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদি ঐতিহাসিক গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ চলতি বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হইতে চলিয়াছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের জল নিরাপত্তা, বন্দর সচল রাখা এবং শিল্প ও পানীয় জলের চাহিদা সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানাইল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। চুক্তি নবীকরণের প্রক্রিয়ায় যেন রাজ্যের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সে বিষয়ে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটির বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন। বৈঠকে রাজ্যের তরফে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পানীয় জল, সেচ এবং শিল্পের জন্য ভবিষ্যৎ জলের চাহিদার খতিয়ান তুলিয়া ধরা হইয়াছে।সরকারের শীর্ষ আমলাদের মতে, শুষ্ক মরশুমে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে ভাগীরথী-হুগলি নদী ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত জলপ্রবাহ বজায় রাখা পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত জরুরি। গত কয়েক দশকে দেখা গিয়াছে, শুষ্ক মরশুমে নিম্নপ্রবাহে জলের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমিয়া যায়। এর ফলে হুগলি নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও নাব্যতা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়িতেছে।নদীতে জলের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় না থাকিলে নদীর স্বতঃস্ফূর্ত পলি নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া পলি জমিতে জমিতে নদীর তলদেশ ভরাট হইয়া যাইতেছে , যাহা প্রত্যক্ষভাবে কলকাতা বন্দরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে। জাহাজের অবাধ ও নিরাপদ চলাচলের জন্য নদীতে প্রয়োজনীয় গভীরতা থাকা দরকার। পলি জমিবার কারণে বড় জাহাজ প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রায়শই সমস্যা তৈরি হইতেছে, যাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং রাজ্যের অর্থনীতির জন্য একটি বড় উদ্বেগ।

ফরাক্কা ব্যারেজের দুই অঞ্চলেই নদী ভাঙন একটি স্থায়ী সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতি বছর নদীর তীব্র ভাঙনে হাজার হাজার-মানুষ গৃহহীন হন, নষ্ট হয় প্রচুর কৃষিজমি। রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট করিয়া জানানো

হইয়াছে যে, ফরাক্কা ব্যারেজের কারণে এবং পলির অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে এই জেলাগুলিতে ভাঙন ও আকস্মিক বন্যার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নতুন কোনও জলবণ্টন চুক্তি করিবার আগে সেইসব বিষয়গুলি মাথায় রাখিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঙ্গার জলের প্রয়োজনীয়তা কেবল নদী ও বন্দরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দক্ষিণ ও মধ্যবঙ্গের এক বিশাল জনসংখ্যার পানীয় জলের একমাত্র ভরসা এই নদী। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নামিতেছে এবং ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের মাত্রা বাড়িতেছে।

এই পরিস্থিতিতে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমাইয়া পরিশোধিত গঙ্গার জলকে সুপেয় পানীয় জল হিসাবে ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দেওয়ার একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে সেচ এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলিতে জলের জোগান নিশ্চিত করিতে গঙ্গার অবিরত প্রবাহ প্রয়োজন। সেইসব বিষয় বিবেচনা করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকার যাহাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেই মর্মে বার্তা দেওয়া হইয়াছে।

শিলচরে পৃথক দুই অভিযানে ৮ হাজার ইয়াবা ও ৭৪৮ গ্রামের বেশি সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার

শিলচর, ৩০ আগস্ট: গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিলচরের পৃথক দুটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুটি অভিযানে মোট ৮ হাজার সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট এবং প্রায় ৭৪৮.৬৭ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রথম অভিযানে শিলচর থানার অন্তর্গত রংপুর পার্ট-১ এলাকার বাসিন্দা হামিদা বেগমের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে গোপনে রাখা ৮ হাজার সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ১৪টি সাবান কেসে রাখা প্রায় ৭৩৯ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।

অন্যদিকে, শিলচরের ওয়াটার ওয়ার্কস রোড এলাকার বাসিন্দা সীমা বেগম লস্করের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়। তল্লাশিতে একটি সাবান বাক্স থেকে ৭.২১ গ্রাম এবং ৮৮টি শিশিতে রাখা ২.৪৬ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে ওই বাড়ি থেকে ৯.৬৭ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়াও তল্লাশির সময় বেশ কিছু খালি শিশি, কালো রঙের পলিথিন ব্যাগ এবং মাদকদ্রব্য ছোট ছোট প্যাকেটে সংরক্ষণ ও বিক্রির কাজে ব্যবহৃত হতে পারেএমন বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। পৃথক দুটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন মাদক উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সৌরবিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী এবং কোন পাঁচ বিষয় চ্যালেঞ্জ হতে পারে ?

সজল দাস

বাংলাদেশে তীব্র জ্বালানি সংকটের মধ্যেই বেড়েছে লোডশেডিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকায় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে এ নিয়ে সরকারের কাছেও নেই সুনির্দিষ্ট কোনো আশার বার্তা।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায়, বর্তমানে দেশজুড়ে নিয়মিত কমবেশি আড়াই হাজার মেগাওয়াট লোডশেডিং দিতে হচ্ছে দিনে।

অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে এবছর এক সময়ে তিন হাজার ৭৫৭ মেগাওয়াট পর্যন্তও লোডশেডিং দিতে হয়েছে।

গত ১০ই জুলাই দুপুরে ১৬ হাজার ২৬২ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে ১২ হাজার ৫০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এমন প্রেক্ষাপটে বেশ জোরেশোরেই সামনে আসছে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়টি। বিশেষ করে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। কিন্তু এখানেও রয়েছে নানা যদি-কিন্তুর হিসাব। কারণ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন, এর ব্যবস্থাপনা এবং খরচের হিসেবনিকেষের অতীত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য খুব একটা সুখকর নয়। তারপরও সৌর বিদ্যুতের পথেই এগোনোর পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান সরকার। সম্প্রতি বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু জানিয়েছেন যে, বর্তমান সরকারের মেয়াদে সৌর বিদ্যুতের সক্ষমতা ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে এবার স্থানীয় পর্যায়ে এলাকাভিত্তিক সেবা দাতা ও বিনিয়োগকারীর তালিকা তৈরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো। তালিকাভুক্ত সার্ভিস প্রোভাইডাররা স্থানীয় পর্যায়ে রুফটপ সোলারসহ বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তি স্থাপনে কারিগরি সহায়তা, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক প্যাকেজ, গ্রাহকসেবা এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা দেবে।

কিন্তু, বাংলাদেশের মতো বর্ষাপ্রধান অঞ্চল, যেখানে বছরের বড় সময় সূর্য মেঘে ঢাকা থাকে সেখানে এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারের সক্ষমতা এবং নীতিগত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের অনেকে।

তারা পাঁচটি চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন। সূর্যের আলোকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিদ্যুৎ খাতের ওপর চাপ কমতে পারে, কিন্তু সেই আলো ঘরে আনতে হলে নীতি, অর্থ ও ব্যবস্থাপনার জায়গাটি আগে শক্ত করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন। সরকারের পরিকল্পনায় মোটাদাগে দুটি বিষয় আছে। একটি হলো সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো; ব্যক্তিগতভাবে ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে যাতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ে সেটা সরকার নিশ্চিত করতে চায়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত বিদ্যুৎ যাতে গ্রাহকের চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় গ্রিডেও যুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে সৌর বিদ্যুতের হাতেখড়ি হয়েছিল অফ-গ্রিড দিয়ে। ২০০৩ সাল থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড বা ইডকলের অর্থায়নে গ্রামীণ এলাকায় ৬০ লাখের বেশি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের পর শুরু হয় বড় গ্রিড-সংযুক্ত প্রকল্প। রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে ২০১৭ সালে দেশের প্রথম সরকারি সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্রেরও কাজ শুরু হয়। ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি এবং গ্যাস আমদানি খরচের চাপে এখন "ছাদ থেকে গ্রিড" নীতিতে যাচ্ছে সরকার। অর্থাৎ, প্রতিটি ছাদ হবে একটি মিনি বিদ্যুৎকেন্দ্র।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর জেনারেশনকে উৎসাহিত করতে "সোলার নেট মিটারিং" ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যে পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক নিজের স্থাপনায় তৈরি করা সোলার সিস্টেম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, নিজে ব্যবহার করে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় বিতরণ গ্রিডে সরবরাহ করবেন। যা ওই গ্রাহকের মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের সঙ্গে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা হবে। "জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০২৬-২০৩০" এর অধীনে, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ ২০ শতাংশে নিতে চায় সরকার। যার মধ্যে কেবল রুফটপ সোলার থেকেই পাঁচ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের টার্গেট। পাওয়ার সেলের তথ্য বলছে, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পিডিবি'র হাতে এখন ৭৯৭ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আলাদা সোলার পার্ক বা সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি না করে, বাসাবাড়ি বা কলকারখানার মতো স্থাপনার ছাদে সৌর প্যানেল বসানোয় কেন বেশি আগ্রহ? এই প্রশ্নও উঠছে। এক্ষেত্রে জমি সংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। প্রতি মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে সংখ্যক প্যানেল বসাতে হবে তাতে দুই একরের বেশি জমি প্রয়োজন।

বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এত জমি দেওয়া কঠিন। তাই বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ছাদ। নতুন উদ্যোগের মূল কৌশল "সার্ভিস প্রোভাইডার মডেল"। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো এলাকাভিত্তিক কোম্পানির তালিকা করবে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি সহায়তা, বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক প্যাকেজ, গ্রাহকসেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলো করবে। সরকার বলছে, এর ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা, তরুণ ও নারী উদ্যোক্তারা এই খাতে আসার সুযোগ পাবেন। এর পাশাপাশি সৌর প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা, কর ও শুল্ক সুবিধা, স্বল্পসুদে ঋণ এবং স্টার্ট-আপ ফান্ড দেওয়ার কথাও ভাবছে সরকার।

পাঁচ চ্যালেঞ্জ

সৌর বিদ্যুৎ নিয়ে সরকারের এই পরিকল্পনাকে উচ্চাভিলাষী বলছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া মাঠের বাস্তবতা এবং নীতি নিয়েও বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে তাদের।

প্যানেল স্থাপনে বিনিয়োগ বা অর্থের উৎস কী হবে, প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষ টেকনিশিয়ান পাওয়া যাবে কি না, এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কবে নাগাদা ও কীভাবে হবে, বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে এবং উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কীভাবে নির্ধারণ করা হবে- এই পাঁচ চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৫০০ মেগাওয়াট মানে প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ ছাদে প্যানেল বসানো। যার জন্য অন্তত ৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দরকার। তাদের প্রশ্ন, ব্যাংকগুলো কি এত বড় ঝুঁকি নেবে? স্বল্পসুদে ঋণের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কতটা সহজ হবে? মানসম্পন্ন প্যানেল, ইনভার্টার ও দক্ষ টেকনিশিয়ানের সরবরাহও যেমন বড় প্রশ্ন, তেমনি উৎপাদিত বিদ্যুতের বেঞ্চমার্ক প্রাইস বা দাম, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের প্রক্রিয়া নিয়েও জটিলতা দেখছেন তারা। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে যে কৌশলপত্র দেওয়া হয়েছে, সেখানেও গলদ রয়েছে বলেই মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শামসুল আলম। তিনি বলছেন, রুফটপ বিদ্যুৎ একজন বিনিয়োগকারী কত টাকায় উৎপাদন করলে কত টাকায় বিক্রি করতে পারবেন, তার একটা মডেল প্রাইসিং আগে দরকার।

এছাড়া, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে কর্তৃপক্ষ কাজ করবে, তারা কতটা প্রস্তুত এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হলে- তাদের জবাবদিহির প্রক্রিয়াও নির্দিষ্ট নয় বলেই মনে করেন মি. আলম। 'বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা তৈরি না করে সরাসরি মাঠে নামা হচ্ছে। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা স্রেডা নিষ্ক্রিয়, কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ বেশি সক্রিয়। এর মধ্য দিয়ে একটা লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি হবে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া পলিসি রেগুলেটর হয়েও বিদ্যুৎ বিভাগ স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে পারে বলেও মনে করেন তিনি। কৌশলপত্রে তাদের জবাবদিহির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি।' এই অস্পষ্টতা ও তাড়াহুড়ো- বিদ্যুৎ খাতের ব্যয় কমানো এবং ভর্তুকি কমানোর মৌলিক উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে বলেও মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা।

এছাড়া এই সেক্টরে কর্মরতদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলছেন কোস্টাল লাইভলিহুড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক বা ক্লিন এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি। 'স্থানীয় পর্যায়ে যেসব সোলার ইন্সটলার আছেন, যারা ফার্স্ট হ্যান্ড কাজটি করছেন, তাদের আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। রুফটপ সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে অর্থায়নের বিষয়টি সবসময়ই আলোচনায় এসেছে। বিশেষ করে, গ্রাহকদের খরচ এবং উদ্যোক্তাদের ব্যাংক লোনের বিষয়টি। এছাড়া নেট মিটারিং পদ্ধতিতে প্রাইস বেঞ্চমার্ক বা কী হবে, সেটিও আলোচনায় আসছে। সাধারণত একটি তিন কিলোওয়াটের রুফটপ সোলার সিস্টেম বসাতে বর্তমানে তিন লাখ টাকার মতো খরচ হতে পারে। মাসে যদি ৩৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তাহলে পাঁচ থেকে ছয় বছরে বিনিয়োগ উঠে আসতে পারে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও ছাদের আকার, ব্যাংক ঋণের সুদ এবং প্যানেলের মানের ওপর সবকিছু নির্ভর করে। রুফটপ সোলার প্যানেলের ক্ষেত্রে ক্যাপেক্স মডেল এবং ওপেক্স মডেলের কথাও বলছেন সিপিডির গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলছেন, ক্যাপেক্স মডেলে গ্রাহক নিজে প্যানেল, ইনভার্টার কিনে বিনিয়োগ করবেন। সার্ভিস প্রোভাইডার শুধু বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মূলত, এখানে সরকার স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ, কর ছাড় দিতে পারে। যাদের এককালীন টাকা আছে তাদের জন্য এটা। আর ওপেক্স মডেলে গ্রাহককে বিনিয়োগ করতে হবে না। সার্ভিস প্রোভাইডার কোম্পানি নিজে বিনিয়োগ করে ছাদে প্ল্যান্ট বসাবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতি মাসে যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন, তার জন্য কোম্পানিকে বিল দেবেন। বিল কত হবে সেটা চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারণ হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়। এর মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমদানি খরচ কমানো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় বিনিয়োগ ও দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু এর সফল বাস্তবায়নে বিইআরসিকে দ্রুত বেঞ্চমার্ক প্রাইস ঠিক করার কথা বলছেন জ্বালানি ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা।

এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে স্বল্পসুদে ঋণ দেয় সেটিও নিশ্চিত করার কথা বলছেন তারা। এক্ষেত্রে স্রেডাকে মূল দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে নীতি ও তদারকির জায়গায় থাকারও পরামর্শ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. শামসুল আলমের। এছাড়া রেজিস্টার্ড সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাজ মনিটর করার পদ্ধতি কী হবে, সেটিও ঠিক করা কথা বলছেন বিশষজ্ঞরা। 'রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। গুণগত সার্ভিস না পেলে ক্রেতাদের অভিযোগের সুযোগ থাকতে হবে। নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় পরপর অডিট করবেন, কেউ গাফিলতি করলে লাইসেন্স বাতিল, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং গ্রাহকদের জন্য সহজ কিস্তির ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে। যদিও এর বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় রয়েছে খাত সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। তারা বলছেন, বাংলাদেশে এই ধরনের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা খুব একটা ইতিবাচক নয়। ক্লিন এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি বলছেন, যুবক এবং নারীদের এই খাতে অন্তর্ভুক্ত করার যে চিন্তা সরকার করছে, অর্থের সংস্থান না হলে এই পরিকল্পনা খুব একটা কাজে আসবে না। 'ইয়াং এবং নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা এই সেক্টরে টিকে থাকতে পারবে না, যদি না তাদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার কোনো ব্যবস্থা করা হয়। অন্যথায় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের খেয়ে ফেলবে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এটা কি বাধ্যতামূলক হবে?

বিদ্যুৎ বিভাগের ২০২৫ সালে দেওয়া একটি সার্কুলারে, যে-সব বহুতল ভবনের ছাদে ন্যূনতম এক হাজার বর্গফুট ব্যবহারযোগ্য জায়গা রয়েছে, সেখানে নেট মিটারিং সিস্টেমের আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে রুফটপ সোলার স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই উদ্যোগ খুব একটা কাজে আসেনি বলেই মনে করেন- ক্লিন এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদি। তিনি বলছেন, এই উদ্যোগের ফলে শহরাঞ্চলের কিছু কিছু ভবনের ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হলেও খুব একটা এগোয়নি।

ফলে এবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কঠোর হবে কি না, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। অবশ্য বিদ্যুৎ বিভাগ সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সেখানে, স্বেচ্ছা ও অর্থনৈতিক সুবিধার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেটি বাস্তবসম্মত হিসেবেই দেখছেন, সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তার মতে, 'বাধ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতের মূল্য যেভাবে বাড়ছে, তাতে আগামীতে এত বেশি দামে গ্রিডের বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে না। ফলে মানুষ নিজেই খরচ কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাবে।' জোর করে চাপানোর থেকে, রুফটপ সোলারের সব ধরনের সার্ভিস নিশ্চিত করা এবং এর লাভ মানুষকে বোঝানো বেশি কাজে দেবে বলেই মনে করেন মি. মোয়াজ্জেম। 'কে ইন্সটল করে দেবে, কে সার্ভিস দেবে - এটা পরিষ্কার ছিল না। অতীতে রেকর্ড আছে, বসানোর পর ঠিকমতো কাজ করেনি। স্থানীয় পর্যায়ে রেজিস্টার্ড সার্ভিস প্রোভাইডার পাওয়া গেলে মানুষ নিজে থেকেই গ্রিডের পাশাপাশি সোলারের দিকে যাবে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

এফ সি আর এ সংশোধনী বিল বনাম সুশীল সমাজ..

সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকার যখন প্রথম 'ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট বা এফসিআরএ আইন প্রণয়ন করে; তখন তার মূল চালিকাশক্তি ছিল এক তীব্র ভূ- রাজনৈতিক আশঙ্কা। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি; নির্বাচন এবং নীতি-নির্ধারণে বিদেশি পুঁজি ও গোয়েন্দা সংস্থার কালো ছায়া রোধ করাই ছিল সেই আইনের ঘোষিত লক্ষ্য। কালের নিয়মে বিশ্বায়ন উত্তর ভারতে পুঁজির প্রবাহ যেমন অবাধ হয়েছে; তেমনই রাষ্ট্রের নজরদারির চশমাটিও বদলেছে। ২০১০ এবং বিশেষত ২০২০ সালে এই আইনের যে আমূল পরিবর্তন ও সংশোধনী আনা হলো; তা বর্তমানে ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কেবল একটি আইনি বা প্রশাসনিক রদবদল নয়; বরং ক্ষমতার ভারসাম্য ও গণতান্ত্রিক পরিসরের ওপর এক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের এক নতুন অধ্যায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এফসিআরএ সংশোধনীর প্রাসঙ্গিকতা আজ বহুমুখী। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ়। তাদের মতে; জাতীয় নিরাপত্তা; অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং দেশের আভ্যন্তরী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিদেশী অর্থের অবাধ এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে লাগাম টানা জরুরী। রাষ্ট্র একাধিকবার ইঙ্গিত দিয়েছে যে; উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি অঞ্চল কিংবা উপকূলীয় অঞ্চলের আন্তর্জাতিক অর্থপুষ্ট বহু বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওর উন্নয়নকাজের আড়ালে রূপান্তরকামী বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এছাড়া; ধর্মীয় রূপান্তর কিংবা পরিবেশ রক্ষার দোহাই দিয়ে দেশের মেগা-পরিকাঠামো ও শক্তি প্রকল্প স্তব্ধ করে দেওয়ার পেছনেও অনেক সময় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের আর্থিক উস্কানি থাকে বলে কেন্দ্র মনে করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে; সব এনজিওর জন্য দিল্লির স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রধান শাখায় হিসাব খোলা বাধ্যতামূলক করা; প্রশাসনিক খরচের সীমা ৫০ থেকে ২০ শতাংশে আনা এবং সংগৃহীত বিদেশি অর্থ অন্য কোনো ছোট সংস্থাকে পুনবন্টন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার যে বিধান ২০২০-র সংশোধনীতে যোগ করা হয়েছে; তা আর্থিক স্বচ্ছতা আনার অনুশাসন বলেই রাষ্ট্র দাবি করে। কিন্তু রাজনীতির আসল খেলাটি লুক্কায়িত রয়েছে এর বিপরীত পৃষ্ঠে। ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো নাগরিক সমা। যে সমস্ত অঞ্চলে বা ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পৌঁছাতে পারে না; কিংবা যে বিষয়গুলোতে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে যায় যেমন মানবাধিকার রক্ষা; পরিবেশ সুরক্ষা; শ্রমিক অধিকার কিংবা প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা- সেখানে এনজিও ও নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন সংশোধনীর ফলে এই সমস্ত অলাভজনক সংস্থার মূল অর্থনৈতিক মেরুদন্ডটিই ভেঙে পড়েছে। বিদেশি ফান্ডের পুনবন্টন নিষিদ্ধ করায় তৃণমূল স্তরে কাজ করা হাজার হাজার ছোট ও মাঝারি সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ গুটাতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'শ্রিংকিং গণতান্ত্রিক স্পেস'বা সংকুচিত নাগরিক স্বাধীনতা এই সংশোধনী সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। সরকারবিরোধী সমালোচনা বা কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিরোধিতা করলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করে দেওয়ার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে নিয়মিত রূপ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষোভপ্রকাশ করে বহু মানবাধিকার সংস্থা ভারতের এই আইনি পরিবর্তনকে 'সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার কৌশল' বলে চিহ্নিত করেছে। এখানেই দেখা দেয় এক চরম আইনী ও রাজনৈতিক বৈপরীত্য। একদিকে যখন সামাজিক উন্নয়ন ও মানবাধিকার খাতে আসা সাধারণ এনজিও-গুলোর উপর কঠোরতম নজরদারিও আর্থিক শৃংখল চাপানো হচ্ছে; ঠিক অন্যদিকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কিন্তু ভিন্ন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। ২০১৬ এবং ২০১৮ সালের অর্থবিলের মাধ্যমে এফসিআরএ আইনে ব্যাকডেটেড বা অতীত প্রভাবী সংশোধনী এনে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিদেশি কোম্পানির ভারতীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান থেকে নিঃশর্ত অনুদান নেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক রায়ের পর বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। সুশীল সমাজ প্রশ্ন তুলছে যে দেশে সামাজিক ও মানবিক কাজের জন্য আসা আন্তর্জাতিক অনুদানকে 'জাতীয় নিরাপত্তার ওপর হুমকি' হিসেবে দেখা হয়; সেই দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর তহবিলে বিদেশি মালিকানাধীন কর্পোরেট সংস্থার কোটি কোটি টাকা ঢুকলে তা কিভাবে 'জাতীয় স্বার্থে' পরিণত হয়? সুতরাং; এফসিআরএ সংশোধনীর রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা কেবল অর্থ লেনদেনের নীতিতেই সীমাবদ্ধ নেই; তা সরাসরি ভারতীয় গণতন্ত্রের চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত। এই আইন একদিকে যেমন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি অপশক্তির হস্তক্ষেপ রোধ করার আইনি ঢাল; অন্যদিকে শাসক দলের হাতে বিরোধীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার অব্যর্থ হাতিয়ার। রাষ্ট্রের এই অতি নিয়ন্ত্রণকামী মনোভাবের ফলে ভারতে যেমন একটা সমান্তরাল বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েছে; তেমনই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ভারতের মুক্ত ও উদার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি প্রশ্নের মুখে। জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইনানুগ অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যেকোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই সার্বভৌমত্ব রক্ষার অজুহাতে যদি দেশের সুশীল সমাজ ও নিরপেক্ষ কণ্ঠস্বরকে পিষে ফেলা হয়, তবে গণতন্ত্রের মূল নির্যাসই বিনষ্ট হয়। এফসিআরএ সংশোধনীর ভবিষ্যৎ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করছে ভারতে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার কঠোরতা এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পাবে; নাকি ভারত এক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হবে।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা;
পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত একটি স্বাস্থ্যশিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র।

দুর্গাপুরে নেহরুর মূর্তি ভাঙার অভিযোগ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃস্থাপনের দাবি বঙ্গ কংগ্রেসের

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মূর্তি ভেঙে ফেলার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানাল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। মূর্তিটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পুনঃস্থাপনের দাবি জানিয়েছে দলটি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কংগ্রেস।

জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেহরুর মূর্তি ভেঙে তা স্কুলের পাশের জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে। ঘটনার পর পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূর্তিটি যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

তবে কংগ্রেসের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাল্টা দাবি, কংগ্রেসেরই একটি অংশ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গোপনে যুক্ত হয়েছে এবং তাদেরই কেউ নেহরুর মূর্তি সরিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই বলেও দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুরের হর্ষবর্ধন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে একটি ধ্যানকেন্দ্র রয়েছে। ওই কেন্দ্রের সামনে দীর্ঘদিন ধরে জওহরলাল নেহরুর একটি বড় মূর্তি ছিল। কংগ্রেসের অভিযোগ, শুক্রবার রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের জন্য জায়গা প্রয়োজন হওয়ায় ক্রেন দিয়ে মূর্তিটি তুলে পাশের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে 'অপমান' করা হল কেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে তারা।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, নেহরুর মূর্তি ক্রেন দিয়ে উপড়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং সেই অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়কও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি।

দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এই অপমান কংগ্রেস মেনে নেবে না। পুলিশকে ২৪ ঘণ্টার সময় দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না হলে কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, কংগ্রেসের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে এবং একটি গোষ্ঠী গোপনে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের লোকেরাই নেহরুর মূর্তি সরিয়েছে এবং এখন বিজেপিকে দায়ী করার চেষ্টা চলছে।

বিধায়ক আরও দাবি করেন, অতীতে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এডিডিএ) উদ্যোগে এভিএল কার্যালয়ের সামনে কয়েকটি ইউনিয়ন অফিস ভেঙে দেওয়া হলেও তাঁর হস্তক্ষেপে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মূর্তি রক্ষা পেয়েছিল। নেহরুর মূর্তি ভাঙার ঘটনায়ও বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই বলে তিনি পুনরায় দাবি করেন।

চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ঘটনার প্রকৃত দায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। ফলে নেহরুর মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।

বন্ধ-অবরোধ নয়, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করুন: মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): নিজেদের দাবি-দাওয়া ও অভিযোগ জানাতে বন্ধ বা অবরোধের পথ না নেওয়ার জন্য মণিপুরের সব পক্ষের কাছে আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং। তিনি বলেন, এই ধরনের আন্দোলন অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দেয়। তাই দাবিদাওয়া আদায়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং তাঁদের উদ্বেগের সমাধানে সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই বন্ধ ডেকে কোনও সমস্যার সমাধান হবে না, বরং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

খেমচাঁদ সিং বলেন, বন্ধের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন দিনমজুর, পড়ুয়া এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। প্রতিদিন কৃষিজ পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা মহিলা সবজি বিক্রেতাদের উপরও বন্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের পরিবারের উপর আর্থিক চাপ তৈরি হয়।

পড়ুয়াদের সমস্যার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, বন্ধের কারণে রাজ্যের স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়। ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যতে সমাজের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠবে উল্লেখ করে তিনি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে রাজ্যের শিক্ষাবর্ষ যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার আবেদন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের চলমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি নয়াদিল্লি যাচ্ছেন। মণিপুরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হবে।

সম্প্রতি মণিপুরে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) আপডেট করার দাবিতে নয়াদিল্লিতে প্রচার চালানো ১৪টি নাগরিক সমাজ সংগঠন (সিএসও) এবং বিধায়কদের প্রতিনিধিদলের ভূমিকারও প্রশংসা করেন খেমচাঁদ সিং। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁরা বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তাঁদের প্রচারের ফলে নয়াদিল্লিতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

তবে আইন ভেঙে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের দাবি জানানো যেতে পারে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করার কোনও প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।

এদিকে, তিন বছরেরও বেশি সময় পর মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসমের মধ্যে সড়ক পরিবহণ পরিষেবা ফের নির্বিঘ্নে চালু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ইম্ফল-দিমাপুর-গুয়াহাটি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের বিশেষ সুবিধা হবে বলেও তিনি জানান। এতদিন ইম্ফল থেকে গুয়াহাটি যাতায়াতের জন্য অনেককে ব্যয়বহুল বিমান পরিষেবার উপর নির্ভর করতে হত।

'জিরো এফআইআর' করার অধিকার সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করলেন এনসিডব্লিউ চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): কোনও আমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে দেশের যে কোনও থানায় 'জিরো এফআইআর' দায়ের করার অধিকার মহিলাদের রয়েছে। এই অধিকার সম্পর্কে আরও বেশি করে সচেতন হওয়ার জন্য মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানালেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর।

রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ দেওয়া এক বার্তায় রাহাতকর বলেন, কোনও মহিলার সঙ্গে কোথায় অপরাধ ঘটেছে, তা নির্বিশেষে তাঁর নিকটবর্তী যে কোনও থানায় 'জিরো এফআইআর' দায়ের করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর নথিভুক্ত হওয়ার পর মামলাটি যে থানার এলাকায় অপরাধটি ঘটেছে, সেখানে স্থানান্তর করা হয়।

রাহাতকর বলেন, পুলিশ যদি এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে, তাহলে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়ে ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার পাশাপাশি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহিলাদের সোচ্চার হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

মহিলাদের 'জিরো এফআইআর' দায়েরের পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে রাহাতকর তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টের সঙ্গে একটি তথ্যপত্রও সংযুক্ত করেন। তিনি স্পষ্ট করে জানান, কোনও মহিলার বিরুদ্ধে অপরাধ যেখানেই ঘটুক না কেন, তাঁর জন্য সুবিধাজনক যে কোনও থানায় অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ রয়েছে।

এর একদিন আগে মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েত এবং নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজিত একটি দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রাহাতকর। জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে এবং যশবন্তরাও চহ্বাণ অ্যাকাডেমি অব ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সহযোগিতায় 'শি ইজ আ চেঞ্জ মেকার' কর্মসূচির আওতায় এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, জলনা এবং বীড জেলার নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা এই কর্মশালায় অংশ নেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল তৃণমূল স্তরের প্রশাসনে মহিলা প্রতিনিধিদের নেতৃত্বদানের দক্ষতা আরও শক্তিশালী করা।

রাহাতকর জানান, 'শি ইজ আ চেঞ্জ মেকার' উদ্যোগের আওতায় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হবে। মহারাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায় এবং যশদা-র সমন্বয়ে এই উদ্যোগের প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির ছত্রপতি সম্ভাজিনগর থেকে শুরু হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সরপঞ্চ, জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং পুরসভা ও পুরনিগমের নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ ৩০০-রও বেশি মহিলা প্রতিনিধি উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন।

কীভাবে একজন আদর্শ মহিলা জনপ্রতিনিধি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁর ভূমিকা কী হওয়া উচিত এবং কীভাবে কার্যকর নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায়এই বিষয়গুলি নিয়ে কর্মশিবিরে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রাহাতকর বলেন, একজন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁকে প্রতিটি বৈঠকে সময়মতো এবং সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

সরকারি তহবিল, নথি, ফাইল এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য রাখার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিবাচক সমন্বয় বজায় রাখার পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্যও মহিলা জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন এনসিডব্লিউ চেয়ারপার্সন।

তিনি আরও বলেন, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা নিয়মিত বৃদ্ধি করতে হবে। সততা, শৃঙ্খলা এবং জনকল্যাণের মনোভাবকে সামনে রেখে তাঁদের কাজ করতে হবে।

রাহাতকরের মতে, মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্থানীয় স্তরে তাঁদের নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধিদুই ক্ষেত্রেই এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

'অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা': ভারতের বিশ্বমঞ্চে উত্থানের কৃতিত্ব মোদির নেতৃত্বকে দিলেন উজবেক প্রেসিডেন্ট

তাসখন্দ, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের দ্রুত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রভাবের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বকে কৃতিত্ব দিলেন উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ। তিনি মোদিকে 'অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক' এবং 'বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ভারতের জনগণের মধ্যে তাঁর ব্যাপক আস্থা ও সম্মান রয়েছে।

রবিবার প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ওলি দারাজালি দোস্তলিক' অর্ডারে ভূষিত করেন প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভ। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মোদির অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উজবেক প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মোদির সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

মিরজিয়োয়েভ বলেন, "প্রধানমন্ত্রী, আমার প্রিয় ভাই, আপনার আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। গতকাল থেকে আমরা আমাদের বিভিন্ন সহযোগিতার ক্ষেত্র, ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি। বৈঠকগুলি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন নেতা হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতের দ্রুত উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোদির নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

উজবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমরা আপনাকে শুধু একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জানি না, যিনি ভারতের মানুষের গভীর আস্থা ও সম্মান অর্জন করেছেন; আপনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন একজন নেতা।"

ভারতের আধুনিকীকরণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের সাফল্যেরও প্রশংসা করেন মিরজিয়োয়েভ। তাঁর কথায়, মোদির কার্যকর কৌশল ও দেশকে আধুনিকীকরণের বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে ভারত আজ প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করছে। ভারতের এই সাফল্যে উজবেকিস্তানও আনন্দিত বলে জানান তিনি।

দুই দেশের সম্পর্ককে 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার বিষয়টিকেও ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন উজবেক প্রেসিডেন্ট।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক সফর এবং ফলপ্রসূ আলোচনার ফলেই দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মিরজিয়োয়েভ বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি দিনটিকে ভারত-উজবেকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন হিসেবে উল্লেখ করেন।

দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যের কথা জানান উজবেক প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি ডলার। তবে এটিকে চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সূচনা হিসেবে দেখছেন তাঁরা।

মিরজিয়োয়েভ জানান, প্রথম ধাপে দুই দেশের বাণিজ্য ৫০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে তা সহজেই ১,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে বলেও তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন।

ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও গভীর করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলায় আন্তঃসীমান্ত কিডনি পাচার চক্রে জড়িত বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

কলকাতা, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে আন্তঃসীমান্ত কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম রাসেল আহমেদ। শনিবার গভীর রাতে কলকাতার উত্তর শহরতলির বাগুইআটি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

রাজ্য পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বাগুইআটি এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর এসটিএফের আধিকারিকরা রাসেল আহমেদকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিধাননগর সিটি পুলিশের অধীন বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। রবিবার তাকে উত্তর ২৪ পরগনার একটি জেলা আদালতে পেশ করা হবে। চক্রে তার স্থানীয় সহযোগীদের বিষয়ে তথ্য জানতে বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পুলিশের নথি অনুযায়ী, কিডনি পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০২৪ সালেও আহমেদকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ। সেই তদন্তে জানা যায়, তিনি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং আধার কার্ড ও প্যান কার্ড-সহ ভারতীয় পরিচয়পত্রও বেআইনিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেও তদন্তে উঠে আসে। সম্প্রতি এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রবেশ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাসেল আহমেদের নাম সামনে আসে। এরপর তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ভারত ও বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে পরিচালিত আন্তঃসীমান্ত কিডনি পাচার চক্রে আহমেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৮ আগস্ট এক যুবকের বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রবেশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অভিযোগ, ওই যুবকের একটি কিডনি নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে অস্ত্রোপচার করে বের করে নেওয়া হয়েছিল।

২০৪৭ আর খুব দূরে নয়, সংস্কারের গতি ও পরিসর বাড়াতে আরও সহযোগিতা প্রয়োজন: নির্মলা সীতারামন

শিকাগো, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। তাই সংস্কারের যে গতি ও পরিসরে কাজ চলছে, তা এগিয়ে নিতে আরও বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

শিকাগোয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের লক্ষ্য এখন থেকে প্রায় ২০ বছর দূরে। এই সময়ের মধ্যে দেশের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পাশাপাশি নতুন চিন্তাভাবনা এবং পর্যাপ্ত মূলধনের প্রয়োজন রয়েছে।

সীতারামন বলেন, দেশের সংস্কার প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এমন মানুষদের সহযোগিতা দরকার, যাঁদের প্রতিভা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং যাঁরা নতুন ধারণা দিতে পারেন। একইসঙ্গে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক লক্ষ্যে পৌঁছতে মূলধনেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অর্থমন্ত্রী জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে সরকার এগিয়ে চলেছে। একইসঙ্গে রাজস্ব ঘাটতি নিয়েও একটি নির্দিষ্ট আর্থিক শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শেষ ধাপও পূরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে সীতারামন বলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এবং পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির আর্থিক বিচক্ষণতা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতের ক্রেডিট রেটিংও উন্নত হচ্ছে। তবে সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ কমিয়ে বা কোনও ক্ষেত্রে আপস করে এই উন্নতি হয়নি; বরং সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

বিশ্বজুড়ে সরবরাহ ব্যবস্থায় তৈরি হওয়া সংকটের কথাও তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। বিশেষ করে অপরিশোধিত তেল, এলপিজি এবং সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সরবরাহ কমে গিয়েছিল। পণ্য পরিবহণকারী জাহাজগুলি পর্যাপ্ত বিমা কভার না পাওয়ায় ঝুঁকির প্রিমিয়ামও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গিয়েছিল বলে তিনি জানান।

তবে ভারত আগেভাগে বাজারকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে প্রস্তুত রাখায় দেশে সারের ঘাটতি তৈরি হয়নি বলে দাবি করেন সীতারামন। তিনি বলেন, সরকার বাজেট ঘোষণার মাধ্যমে একটি বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে ঝুঁকির কারণে জাহাজ পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে অতিরিক্ত বিমা প্রিমিয়াম দিতে হলে সেই খরচে সরকার সহায়তা করতে পারে।

এর ফলে ভারতীয় কৃষক, পরিবার এবং দেশের লজিস্টিক ব্যবস্থাকে এই আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার ধাক্কা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

সীতারামন বলেন, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার কারণে বহু দেশের অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ভারতেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেছে। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে প্রবাসী ভারতীয়দের ভূমিকার ওপরও জোর দেন অর্থমন্ত্রী। দেশের উন্নয়নের গতি আরও বাড়াতে তাঁদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, নতুন ধারণা এবং বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্ক উন্নীত হয়ে 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব': প্রধানমন্ত্রী মোদি

তাসখন্দ, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও উজবেকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সম্মান 'ওলি দারাজালি দোস্তলিক' অর্ডারে ভূষিত হওয়ার পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দুই দেশের সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান গভীরতার কথা তুলে ধরেন।

উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভের নেতৃত্ব ও ভারতের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হয়েছে এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এরই ফল হিসেবে দুই দেশের সম্পর্ক এখন 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে জানান তিনি।

উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান পাওয়াকে নিজের জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করে মোদি বলেন, এই সম্মান কোনও একক ব্যক্তির নয়, বরং ১৪০ কোটি ভারতীয়ের সম্মান। 'দোস্তলিক' শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ও উজবেকিস্তানের সম্পর্কের মূল ভিত্তিও এই বন্ধুত্বের অনুভূতি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি গভীর বিনয়ের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করছেন এবং ভারত ও উজবেকিস্তানের শতাব্দীপ্রাচীন বন্ধুত্ব ও অভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতি এই সম্মান উৎসর্গ করছেন। উজবেকিস্তানের সরকার, জনগণ এবং প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি।

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে উজবেক প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এই সর্বোচ্চ সম্মান গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সম্মান গ্রহণের পর তিনি বলেন, পুরস্কার যেমন গর্ব ও সম্মান বয়ে আনে, তেমনই এর সঙ্গে গভীর দায়িত্বও যুক্ত থাকে।

উজবেকিস্তানের মাটি থেকে দেশটির জনগণকে আশ্বস্ত করে মোদি বলেন, ভারত কখনও তার দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে যাবে না এবং উজবেকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রাখতে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাবে। একইসঙ্গে ভারত ও উজবেকিস্তান একসঙ্গে 'গ্লোবাল সাউথ'-এর স্বার্থের পক্ষে শক্তিশালী কণ্ঠ হয়ে উঠবে বলেও তিনি জানান।

রবিবার জহর সাহার নেতৃত্বে ধানে চাড়া রোপনের একটি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN111.pmd 2 30-08-2026, 22:45

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পিঁপড়ে আসবে না বাড়ির আশেপাশে তাড়ানোর সহজ ঘরোয়া উপায়

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া কিংবা মরশুম বদলের সময় বাড়িতে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব এক পরিচিত সমস্যা। বাগানের লতাপাতা পেরিয়ে ঘরের কোণে কেন্নো, বিষাক্ত শুয়োপোকা কিংবা এক ঝাঁক পিঁপড়ের আনাগোনা শুধু যে অস্বস্তিকর তা-ই নয়, অনেক সময় ত্বকের অ্যালার্জি বা সুরক্ষার ঝুঁকিও তৈরি করে। কেমিক্যালযুক্ত ক্ষতিকর পেস্ট কন্ট্রোল স্প্রে ব্যবহার না করেও রান্নাঘরের কয়েকটি সাধারণ উপাদান দিয়েই এদের পাকাপাকিভাবে দূরে রাখা সম্ভব।

কেরোসিন ও লবণের মিশ্রণ (কেন্নোর জন্য): স্যাঁতসেঁতে জায়গা বা ঘরের নিকাশি নালায় কেন্নোর উপদ্রব বেশি হয়। বাথরুমের ড্রেন, নালা কিংবা দরজার গোড়ায় লবণ ছিটান। এ ছাড়া অল্প কেরোসিন তেলে তুলো ভিজিয়ে কোণে রেখে দিলে এর তীব্র গন্ধে কেন্নো নিমেষেই এলাকা ছাড়ে।

নিম তেল ও সাবান জল স্প্রে (শুয়োপোকার জন্য): বাগানের গাছে বা বাড়ির দেওয়ালে শুয়োপোকা দেখা দিলে নিম তেল অত্যন্ত কার্যকরী। এক লিটার জলে ১ চা চামচ নিম তেল এবং কয়েক ফোঁটা তরল সাবান মিশিয়ে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে শুয়োপোকার গায়ে বা তাদের চলাচলের রাস্তায় স্প্রে করুন। এতে তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

ভিনেগার স্প্রে (পিঁপড়ের জন্য): পিঁপড়ে ফেরোমোন নামক রাসায়নিক সংকেতের সাহায্যে দলবেঁধে যাতায়াত করে। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনেগার মিশিয়ে একটি স্প্রে বোতলে নিয়ে রান্নাঘরের স্ল্যাব, জানালার ফ্রেম ও ঘরের কোণে স্প্রে করে মুছে নিন। এতে তাদের চলাচলের গন্ধের পথ নষ্ট হয়ে যায় এবং পিঁপড়ে আসা বন্ধ হয়।

লেবু ও কর্পূরের ব্যবহার: যেসব জায়গায় পোকা-মাকড়ের আনাগোনা বেশি, সেখানে একটি পাত্রে কিছুটা জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ও একটু গুঁড়ো কর্পূর মিশিয়ে রেখে দিন। এই জোরালো প্রাকৃতিক গন্ধ ছোটখাটো যেকোনও পোকা দূরে রাখতে সাহায্য করে।

বেকিং সোডা ও গুঁড়ো চিনি: পিঁপড়ের উপদ্রব মারাত্মক হলে সমপরিমাণ বেকিং সোডা এবং মিহি গুঁড়ো চিনি মিশিয়ে ছোট ছোট দলবেঁধে যাতায়াত করে। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনেগার মিশিয়ে একটি স্প্রে বোতলে নিয়ে রান্নাঘরের স্ল্যাব, জানালার ফ্রেম ও ঘরের কোণে স্প্রে করে মুছে নিন। এতে তাদের চলাচলের গন্ধের পথ নষ্ট হয়ে যায় এবং পিঁপড়ে আসা বন্ধ হয়।

লেবু ও কর্পূরের ব্যবহার: যেসব জায়গায় পোকা-মাকড়ের আনাগোনা বেশি, সেখানে একটি পাত্রে কিছুটা জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস ও একটু গুঁড়ো কর্পূর মিশিয়ে রেখে দিন। এই জোরালো প্রাকৃতিক গন্ধ ছোটখাটো যেকোনও পোকা দূরে রাখতে সাহায্য করে।

বেকিং সোডা ও গুঁড়ো চিনি: পিঁপড়ের উপদ্রব মারাত্মক হলে সমপরিমাণ বেকিং সোডা এবং মিহি গুঁড়ো চিনি মিশিয়ে ছোট ছোট দলবেঁধে যাতায়াত করে। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনেগার মিশিয়ে একটি স্প্রে বোতলে নিয়ে রান্নাঘরের স্ল্যাব, জানালার ফ্রেম

ডিমরে খোসা ছাড়ানো সহজ টিপস

সেদ্ধ ডিম খেতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সকালে জলখাবার হোক বা বিকেলের হালকা খিদে, ডিম সেদ্ধ যেমন পুষ্টিকর, তেমনই চটজলদি তৈরিও হয়ে যায়। কিন্তু আসল সমস্যা শুরু হয় ডিম সেদ্ধ হওয়ার পর তার খোসা ছাড়াতে গিয়ে। অনেক সময় দেখা যায়, খোসার সঙ্গে ডিমের সাদা অংশও উঠে চলে আসছে। খোসা ছাড়াতে গিয়ে পুরো ডিমটাই ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। তবে রান্নাঘরের একটি সাধারণ জিনিস ব্যবহার করলেই এই মুশকিল আসান হতে পারে চোখের পলকে।

কী কী করবেন?

ডিম সেদ্ধ করার সময় ফুটন্ত জলে সামান্য বেকিং সোডা অথবা কয়েক ফোঁটা ভিনিগার ফেলে দিন। এর ফলে ডিমের ভেতরের অংশ খোসার সঙ্গে আটকে থাকবে না এবং এক টানেই মাখনের মতো খোসা ছেড়ে যাবে।

এর পেছনে আসল কারণ কী?

রান্নাঘরের এই ম্যাজিকের পেছনে রয়েছে খুব সহজ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানীদের মতে, তাজা ডিমে অ্যাসিডের ভাগ বেশি থাকে। তাই সেদ্ধ করার সময় ডিমের ভেতরের পাতলা সাদা পর্দাটি খোসার সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে যায়। যখন আপনি জলে বেকিং সোডা মেশান, তখন জলের ক্ষারের মাত্রা বেড়ে যায়। আর ভিনিগার দিলে অ্যাসিডের প্রভাবে ডিমের শক্ত খোসাটি দ্রুত নরম হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে ডিমের ভেতরের পাতলা পর্দাটি আলগা হয়ে যায়। ফলে ডিম সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর খোসা ছাড়ানো অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

আরও কিছু সহজ টিপস

ডিম সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত গরম জল থেকে তুলে একদম ঠান্ডা বা বরফ জলে মিনিট পাঁচেক ডুবিয়ে রাখুন। এতে ডিমের ভেতরের অংশটি সংকুচিত হয়ে খোসা থেকে আরও আলগা হয়ে যাবে।

ডিমের গায়ে হালকা টোকা দিয়ে একটু গড়িয়ে নিন, তারপর হাত দিয়ে টান দিলেই এক নিমেষে সম্পূর্ণ খোসা উঠে আসবে।

ডাব বা নারকেল ফাটানোর সহজ উপায়

রান্নাঘরের নানা পদ তৈরি হোক বা তাজা জলের স্বাদ নেওয়াবাঙালি বাড়িতে নারকেলের ভূমিকা অপরিসীম। তবে শক্ত নারকেলের খোসা ছাড়ানো বা ছাল ছাড়িয়ে তা ফাটানো অনেকের কাছেই বেশ কঠিন ও মেহনতের কাজ। বিশেষ করে বাড়িতে যদি হাতুড়ি না থাকে, তবে সেই শক্ত নারকেল ফাটানো প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয়।

তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কোনও ভারী হাতুড়ি বা বিপজ্জনক অস্ত্র ছাড়াই খুব সহজে ও কম পরিশ্রমে নারকেল ফাটানোর ৫টি কায়দা জেনে নিন।

১. সবচেয়ে সহজ এবং ঝুঁকিমুক্ত উপায় হল ফ্রিজের ব্যবহার। নারকেলটি সারারাত (বা অন্তত ১২ ঘণ্টার জন্য) আপনার রেফ্রিজারেটরের ডিপ ফ্রিজে রেখে দিন। জমে যাওয়ার পর ফ্রিজ থেকে বের করে কোনও শক্ত সমতল জায়গায় বা কিচেন স্ল্যাবে কয়েকবার হালকা আঘাত করলেই শক্ত শক্ত ছাল ও খোসাটি নিজে থেকেই ফেটে আলগা হয়ে আসবে।

২. নারকেলের জল আগে বের করে নিন। এরপর গ্যাস বার্নার অন করে মাঝারি আঁচে নারকেলটিকে সাঁড়াশির সাহায্যে চেপে ধরে ২-৩ মিনিট ঘোরাতে থাকুন। তাপের কারণে ভেতরে বাষ্প তৈরি হয় এবং নারকেলের শক্ত খোলসটি সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এর ফলে শক্ত খোলসে ফাটল ধরে এবং সহজেই তা ভেতরের অংশ থেকে আলাদা হয়ে যায়।

৩. প্রতিটি নারকেলের এক মাথায় ৩টি কালচে চোখ বা ছিদ্রের মতো বিন্দু থাকে। এর মধ্যে অন্তত একটি বিন্দু অন্যগুলোর তুলনায় নরম হয়। কোনও ধারালো স্ক্রু-ড্রাইভার বা সুচালো বস্তু দিয়ে সেখানে চাপ দিলেই গর্ত তৈরি করা যায়। সেই ছিদ্র দিয়ে পুরো জল একটি পাত্রে বের করে নিন। জল বের হয়ে গেলে নারকেলের ভেতরের ভেজা চাপ কমে যায় এবং স্বাভাবিক শক্ত স্থানে হালকা আঘাত করলেই তা সহজে দুভাগ হয়ে যায়।

৪. আপনার বাড়িতে যদি শক্ত কংক্রিটের মেঝে, পাথর বা কিচেন কাউন্টার থাকে, তবে নারকেলটিকে একটি প্লাস্টিক বা সুতির কাপড়ে মুড়িয়ে নিন (যাতে ভেতরে থাকা জল ও নারকেলের টুকরো চারপাশে ছিটিয়ে না পড়ে)। এবার কিছুটা উঁচু থেকে জোরে শক্ত মেঝের ওপর ফেলে দিন। ধাক্কা লেগে ভেতরের শক্ত খোসা মুহূর্তের মধ্যেই ফেটে যাবে।

৫. নারকেল থেকে জল বের করে নেওয়ার পর, একটি ভারী ও ভোঁতা ছুরি (যেমন বাটার নাইফ) নিন। নারকেলের মাঝখানের যে প্রাকৃতিক রেখা বা অক্ষ থাকে, সেখানে ভোঁতা অংশটি দিয়ে চারপাশ জুড়ে ক্রমান্বয়ে ঠুকতে থাকুন। কয়েকবার নির্দিষ্ট রেখায় আঘাত করলেই খুব সুন্দরভাবে সমান দুই ভাগে নারকেলটি ভেঙে যাবে। পরের বার হাতুড়ি খুঁজে না পেলে কিংবা হাত কেটে যাওয়ার ভয় থাকলে এই সহজ কৌশলগুলোর যেকোনও একটি প্রয়োগ করে দেখতে পারেন!

মাইক্রোওয়েভের রেডিয়েশন কি খাবারে ঢুকে ক্ষতিকর করে তোলে?

আজকাল শহর থেকে শহরতলিপ্রায় প্রতিটি ঘরেই খাবার ঝটপট গরম করা বা রান্নার কাজে মাইক্রোওয়েভের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও স্ন্যাকসের দোকানেও মুহূর্তের মধ্যে খাবার গরম করে পরিবেশন করা হয়। কিন্তু অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকেমাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করলে কি স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয়? কিংবা এর তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন কি খাবারের মধ্যে ঢুকে তা ক্ষতিকর করে তোলে? আসুন, মাইক্রোওয়েভের উপকারিতা ও ঝুঁকির দিকগুলো পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া যাক।

মাইক্রোওয়েভের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো খুব কম সময়ে রান্না সম্পন্ন হওয়া। তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ করলে সাধারণ ওভেনের তুলনায় অনেক দ্রুত রান্না হয়। যেমনযে মুরগির মাংস সাধারণ উনুনে রান্না করতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে, মাইক্রোওয়েভে তা মাত্র ১১-১২ মিনিটেই সম্ভব।

মাইক্রোওয়েভে রান্নার সময় সাধারণ রান্নার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক জলের প্রয়োজন হয়। এতে জলের অপচয় যেমন কমে, তেমনই জলে দ্রবণীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলো নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচে।

যেকোনও খাবার যত বেশি সময় ধরে বেশি তাপে রান্না করা হয়, তার সংবেদনশীল ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট তত বেশি নষ্ট হয়। কিন্তু মাইক্রোওয়েভে সময় কম লাগায় খাবারের পুষ্টিগুণ অনেকটা বজায় থাকে।

স্বাস্থ্য সচেতনদের জন্য এটি দারুণ এক বিকল্প। কম তেলে রান্না করা সম্ভব হওয়ায় হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ বা পেটের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি উপকারী।

সাধারণ গ্যাস ওভেন বা কনভেকশন কুকারের তুলনায় মাইক্রোওয়েভ অনেক কম শক্তি খরচ করে, যা পরিবেশ ও পকেটদুটোর জন্যই ভালো।

ফ্রিজে মাইক্রোওয়েভ-সেফ বা উপযুক্ত পাত্রে রাখা খাবার বের করে সরাসরি সেই পাত্রেই গরম করে নেওয়া যায়। আলাদা করে পাত্র বদলানোর ঝক্কি থাকে না।

মাইক্রোওয়েভের একটি বড় সমস্যা হল এটি খাবারের সব অংশে সমানভাবে তাপ পৌঁছাতে পারে না। ফলে খাবারের কিছু অংশ বেশি গরম হলেও ভেতরের কিছু অংশ ঠান্ডা থেকে যেতে পারে, যা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির কারণ হতে পারে।

সঠিক তাপমাত্রা এবং সঠিক পাত্র (যেমন মাইক্রোওয়েভ-সেফ কাচ বা সিরামিক) ব্যবহার করলে মাইক্রোওয়েভ খাবার গরম করার একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক ও নিরাপদ মাধ্যম। এতে খাবারের রেডিয়েশন ছড়ানোর ভয় ভিত্তিহীন, বরং কম সময়ে ও কম তেলে রান্না করার জন্য এটি স্বাস্থ্যের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক।

বিলোনিয়ায় সরকারি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান শিবির, রক্ত দিলেন ২৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ আগস্ট: ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমিতি -র বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শনিবার বিলোনিয়া সমন্বয় কমিটির কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে রক্তদানের প্রতি সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কর্মচারী নেতা তথা বিধায়ক অশোক মিত্র। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুচিত্র জমাতিয়া।

উদ্বোধনী বক্তব্যে বিধায়ক অশোক মিত্র বলেন, রক্তদান একটি মহৎ কাজ। মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ধরনের সামাজিক কাজে বিশেষ করে যুব সমাজকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন ধীমান চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের শিল্পীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন।

এদিনের রক্তদান শিবিরে সংগঠনের মোট ২৭ জন নেতা-কর্মী রক্তদান করেন। শিবিরকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সমন্বয় কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান রণজিৎ রুদ্র পাল, শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিস চৌধুরী, সমন্বয় কমিটির বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি জীবন শীল-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা আরও বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক নথি স্বাক্ষর: উজবেক প্রেসিডেন্ট

তাসখন্দ, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করতে রবিবার উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ এবং সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক নথি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিনিয়োগ, শিল্প, সংস্কৃতি ও মানবিক সহযোগিতাসহ একাধিক ক্ষেত্রে সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে এই চুক্তিগুলি করা হয়েছে।

উজবেক প্রেসিডেন্টের প্রেস সার্ভিস এক্স-এ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভ ও প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক নথিপত্রের প্যাকেজ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিগুলির মাধ্যমে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক ও মানবিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদির রাষ্ট্রীয় সফরের অংশ হিসেবে তাসখন্দের কুকসারয় আবাসনে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কুকসারয় উজবেক প্রেসিডেন্টের সরকারি কর্মস্থল ও রাষ্ট্রীয় বাসভবন।

বৈঠকে ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্ককে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প, আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে দুই নেতা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে উজবেক প্রেসিডেন্টের প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'অলি দারাজালি দোস্তলিক' অর্ডার প্রদান করেন। ভারত ও উজবেকিস্তানের মানুষের মধ্যে শতাব্দীপ্রাচীন বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে মিরজিয়োয়েভ বলেন, ভারত ও উজবেকিস্তানের জনগণের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক যোগাযোগ রয়েছে। বর্তমান সময়ে সেই সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জনজাতি এলাকার বাজারগুলিতে আধুনিক ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে: শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: উন্নত ও সুসংগঠিত বাজার শুধু ব্যবসায়ীদের সুবিধা বৃদ্ধি করে না, সাধারণ ক্রেতাদের জন্যও নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করে। আজ হেজামারা ব্লকের শানখলা ইন্ডাস্ট্রি বাজারে দ্বিতল মার্কেট স্টলের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা একথা বলেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন ইন্ডাস্ট্রি বাজারের এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করবে। উল্লেখ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রকল্পে এই দ্বিতল মার্কেট স্টলটি নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। নবনির্মিত মার্কেট স্টলে ২০টি কক্ষ রয়েছে। তাছাড়া শানখলা ইন্ডাস্ট্রি বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজের অঙ্গ হিসেবে একটি মাছ ও মাংস বিক্রয়ের শেড, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ তৈরি করা। বাজারের এই উন্নত পরিকাঠামো কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, ইন্ডাস্ট্রি বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি জনজাতি বিভিন্ন এলাকার বাজারগুলিতেও আধুনিক ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। জনজাতি এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের স্বনির্ভরতা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তিনি নতুন পরিকাঠামোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার সহ ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন। সকলের প্রচেষ্টায় এই বাজার আগামীদিনে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, হেজামারা বিএসসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড: ফণীভূষণ জামাতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার স্বপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেজামারা সাবজোনাল চেয়ারম্যান পরিতোষ দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা সঞ্জীব দেববর্মা।

খাসির মাংস নরম তুলতুলে হওয়ার সহজ উপায়

রবিবারের দুপুর মানেই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা পাঠার মাংসের গন্ধ। অনেকেরই ছোটবেলার অন্যতম স্মৃতি এটাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই স্বাস্থ্য সচেতন হলেও, মাঝে মধ্যে পাঠার মাংস সামনে ধরলে আর না করতে পারেন না। তবে এখন অনেকেরই আক্ষেপ, পাঠার মাংস আর নরম, তুলতুলে হয় না। ঠিকমতো সেদ্ধ হয় না মাংস বা ঝোলটা সুস্বাদু হয় না। ঠিক যেমন মা-ঠাকুমারা রান্না করত, মুখে দিলেই গলে যেত। তবে দুঃখ করার দরকার নেই। আপনিও খুব সহজেই বাড়িতে কড়াই বা প্রেশার কুকারে নরম-তুলতুলে মাটন রাঁধতে পারবেন।

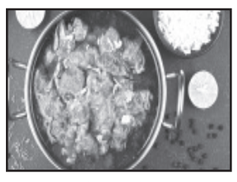

গরম মশলা

১টি টমেটো

নুন: স্বাদমতো

ধনে পাতা: সামান্য

তেল- পরিমাণ মতো

রান্নার পদ্ধতি:

প্রথমেই খাসির মাংস ভালোভাবে ধুয়ে একপাশে সরিয়ে রাখুন।

এরপর একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে মিহি করে কাটা পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা-রসুন পেস্ট ও হলুদ দিয়ে কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

খাসির মাংস রোস্ট করা: পেঁয়াজ ভাজার পর, পরিষ্কার করা খাসির মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে ভালোভাবে মেশান। ঢেকে মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। মাংস থেকে জল বেরিয়ে আসা এবং তেল ভেসে ওঠা পর্যন্ত রান্না করুন। পেঁপের পেস্ট: খাসির মাংস রান্না করার সময়, রান্নার আগে (ম্যারিনেট করার সময়) অথবা রান্না বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই ২ টেবিল চামচ কাঁচা পেঁপে যোগ করুন। এতে মাংস ভালো সেদ্ধ হয়।

কড়াইতে জল ফুটতে থাকলে, তাতে লঙ্কা দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর পরিমাণমতো জল দিয়ে, ঢেকে মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ রাখুন। খাসির মাংসের টুকরোগুলি কিছুক্ষণ রান্না হয়ে গেলে, স্বাদমতো লবণ, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, গরম মশলা এবং সুন্দর রঙের জন্য কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।

এরপর, কুকারটি ঢেকে দিন এবং ৫ থেকে ৭টি সিটি দেওয়া পর্যন্ত রান্না হতে দিন। সিটি দেওয়া হয়ে গেলে এবং বাষ্প বেরিয়ে গেলে, ঢাকনাটি সরিয়ে ফেলুন এবং সবশেষে ধনে পাতা ছড়িয়ে দিন। তাহলেই গরম, সুস্বাদু মাটন কারি তৈরি হয়ে যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

পেঁয়াজ

কাঁচা লঙ্কা: পরিমাণমতো

আদা-রসুন পেস্ট,

সামান্য হলুদ,

লঙ্কা গুঁড়ো,

কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো: স্বাদ ও রঙের জন্য পরিমাণমতো,

ধনে গুঁড়ো

জিরা গুঁড়ো

'মন কি বাত' দেশসেবার প্রেরণা জোগায়: বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

কল্যাণপুর, ৩০ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর ১৩৭তম পর্ব রবিবার কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৯ নম্বর বুথে দলীয় কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে শোনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঐক্যের পরিবেশে অনুষ্ঠানে বুথস্তরের কর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন। 'মন কি বাত'-এর প্রতিটি পর্বের মতো এদিনও প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষের সাফল্য, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ, আত্মনির্ভরতা এবং দেশ গঠনে নাগরিকদের ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি বার্তাই দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'মন কি বাত' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন, মানুষের সেবা ও জনকল্যাণের যে চেতনা 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আরও জোরদার হচ্ছে, তা আগামী দিনেও এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় কর্মীরাও বলেন, 'মন কি বাত' সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ও সমাজসেবার মানসিকতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাফল্য ও বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী অন্যদেরও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমাজের কল্যাণে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করছেন বলে জানান তাঁরা।

যুব সমাজ সুইমিং সেন্টারে সাঁতার প্রতিযোগিতা, অংশ নিলেন শতাধিক সাঁতারু

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: আগরতলা যুব সমাজ ক্লাবের উদ্যোগে যুব সমাজ সুইমিং সেন্টারে রবিবার এক সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সাঁতারুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সদর জেলা থেকে মোট প্রায় ১৭০০ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি যুব সমাজ সুইমিং সেন্টারে বর্তমানে ৬৫ জন সাঁতারু নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষক সত্য সাহার তত্ত্বাবধানে সাঁতারুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁর নির্দেশনাতেই এদিনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল-সহ যুব সমাজ সুইমিং সেন্টারের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

রবিবার আগরতলায় একটি খুটি পূজার উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

ভারত-উজবেকিস্তানের গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক, অংশীদারিত্বে বিপুল সম্ভাবনা: প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভ

তাসখন্দ, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): ভারত ও উজবেকিস্তানের জনগণের মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই সম্পর্ক বর্তমানে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভ। তিনি বলেন, কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই অংশীদারিত্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

রবিবার তাসখন্দে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিরজিয়োয়েভ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত সরাসরি ও বিস্তারিত আলোচনার ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন দিশা দেওয়ার পথ তৈরি হয়েছে।

উজবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, "আজ আমরা যে সরাসরি ও ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি, তা আমাদের গভীর বন্ধুত্ব এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রমাণ। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই অংশীদারিত্ব আন্তর্জাতিক মঞ্চেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারে।"

দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি রোডম্যাপ তৈরির কাজও চলছে বলে জানান মিরজিয়োয়েভ।

ভারতের ডিজিটাল উদ্ভাবন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং স্টার্টআপ ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর মতে, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে বিশ্বে নেতৃত্বের জায়গায় রয়েছে। এই অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উজবেকিস্তানও ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বিস্তৃত করতে চায়।

মিরজিয়োয়েভ বলেন, ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্ক এখন নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তা 'সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এ উন্নীত হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে হওয়া চুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ ব্যবস্থাও তৈরি করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য দুই দেশ বিশেষ দল মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইসঙ্গে, দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে থাকা বিভিন্ন কাঠামোকে আরও কার্যকর করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সংস্থাগুলির বিনিয়োগ প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান উজবেক প্রেসিডেন্ট। ভবিষ্যতে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ চিহ্নিত করার পাশাপাশি আন্তঃসরকারি যৌথ কমিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে।

শক্তি, সংস্কৃতি, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ওষুধ, অলঙ্কার শিল্প এবং কৃষিসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য পৃথক রোডম্যাপ তৈরি করা হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য ভারত ও উজবেকিস্তানের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদল পরস্পরের দেশে সফর করবে বলেও জানান তিনি।

মহাকাশ ক্ষেত্রের সহযোগিতাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন মিরজিয়োয়েভ। তাঁর মতে, এই ক্ষেত্রে দুই দেশের অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত ও উজবেকিস্তান পরস্পরকে সমর্থন করে যাবে বলে জানান তিনি। ব্রিকস, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, গ্লোবাল সাউথ এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে বলেও জানান উজবেক প্রেসিডেন্ট।

ভারত ও উজবেকিস্তানের জনগণের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক যোগাযোগের কথা তুলে ধরে মিরজিয়োয়েভ বলেন, এই সম্পর্ক আজও ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

তিনি জানান, বর্তমানে উজবেকিস্তানে চারটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালাচ্ছে। পাশাপাশি, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান কালচার এবং মহাত্মা গান্ধী সেন্টারও দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মানুষে-মানুষে যোগাযোগ আরও বাড়াতে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত সহজ করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। উজবেকিস্তানের ৩০ দিনের ভিসামুক্ত ব্যবস্থা এবং দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা বৃদ্ধির উদ্যোগ আরও বেশি মানুষকে পরস্পরের দেশে ভ্রমণের সুযোগ করে দেবে বলে জানান মিরজিয়োয়েভ।

দুই দেশের মধ্যে হওয়া সমস্ত চুক্তি ও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ তৈরি করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং তিনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদি ব্যক্তিগতভাবে সেই প্রক্রিয়ার তদারকি করবেন বলেও জানান উজবেক প্রেসিডেন্ট।

মধ্য এশিয়ায় ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কে উজবেকিস্তান 'কেন্দ্রবিন্দু': মোদি

তাসখন্দ, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক ও কৌশলগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে উজবেকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার তাসখন্দে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভের সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভারত ও উজবেকিস্তানের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে গভীর মিল রয়েছে।

মোদি বলেন, উজবেকিস্তান মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এই অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যুবসমাজ, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তিএই বিষয়গুলি 'ইয়াঙ্গি উজবেকিস্তান' ও 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর অভিন্ন লক্ষ্যের কেন্দ্রে রয়েছে।

তিনি বলেন, অভিন্ন এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে দুই দেশ নিজেদের জনগণের কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। তাসখন্দে তাঁকে ও তাঁর প্রতিনিধিদলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী।

মোদি বলেন, উজবেকিস্তরে এটি তাঁর চতুর্থ সফর, যা দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সমন্বয় ও বন্ধুত্বের প্রতিফলন। গত প্রায় এক দশকে প্রেসিডেন্ট মিরজিয়োয়েভের সঙ্গে তাঁর ১০টিরও বেশি সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও জানান তিনি। মিরজিয়োয়েভের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শিতা এবং নতুন কিছু শেখার আগ্রহের প্রশংসা করে মোদি বলেন, ভারতের প্রতি উজবেক প্রেসিডেন্টের বন্ধুত্ব ও অটুট অঙ্গীকার অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে ভারত ও উজবেকিস্তানের প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ, যৌথ উৎপাদন এবং যৌথ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হবে। দুই দেশই সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণে ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে জানান তিনি।

মোদি বলেন, দুই দেশের ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা পারস্পরিক আস্থার প্রতিফলন। সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ গোটা অঞ্চলের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই তিনটির বিরুদ্ধে ভারত ও উজবেকিস্তানের অবস্থান অভিন্ন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালে ভারত ও উজবেকিস্তানের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ১৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে 'কমপ্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' বা ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়েও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মোদি। তিনি বলেন, ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য ইতিমধ্যেই ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্য ৫০০ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে বাজারে প্রবেশাধিকার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংকিং ও পেমেন্ট ব্যবস্থার মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়ানো হবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নেও দুই দেশ পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতা গড়ে তুলবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, এই চুক্তি দুই দেশের যৌথ উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে।

ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্ককে শুধু দুই দেশের রাজধানী দিল্লি ও তাসখন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার উপরও জোর দেন মোদি। তিনি বলেন, দুই দেশের শহর ও রাজ্যগুলির মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। এর ফলে নগর পরিচালনা, শিল্প, শিক্ষা, পর্যটন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত ও উজবেকিস্তানের সম্পর্ক এখন আগামী দিনে অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার আরও বিস্তৃত সুযোগ তৈরি হবে।

নুন কুনের কাছে ১৮,৬০০ ফুট উচ্চতায় সাহসী উদ্ধার অভিযান, প্রাণ বাঁচাল সেনার এভিয়েশন দল

শ্রীনগর, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): নুন কুন পর্বতশ্রেণির কাছে ১৮,৬০০ ফুট উচ্চতায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে সফলভাবে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করল ভারতীয় সেনার এভিয়েশন দল। প্রবল হাওয়া, খাড়া পাহাড়ি ঢাল এবং অবতরণের উপযুক্ত জায়গা না থাকা সত্ত্বেও সেনা পাইলটরা সফলভাবে উচ্চ-উচ্চতা থেকে আহত ব্যক্তিকে সরিয়ে আনেন। ওই উচ্চতায় দ্রুত দিনের আলো ফুরিয়ে আসায় উদ্ধার অভিযানের জন্য সময়ের সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। পাশাপাশি, এত বেশি উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব কম থাকায় হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা ও রোটরের লিফট উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং হেলিকপ্টারের ওজন কমিয়ে সর্বাধিক লিফট পাওয়ার জন্য অভিযানের আগে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরিয়ে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিসর বজায় রেখে হেলিকপ্টারটিকে অত্যন্ত সীমিত জ্বালানি নিয়ে পরিচালনা করা হয়।

শনিবার রাতে ভারতীয় সেনার ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি কোরের সরকারি 'এক্স' হ্যান্ডেলে জানানো হয়, ১৮,৬০০ ফুট উচ্চতায় নুন কুনের কাছে অত্যন্ত কঠিন ঢাল থেকে এক আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন ভারতীয় সেনার এভিয়েশন পাইলটরা। সেখানে অবতরণের মতো কোনও জায়গা ছিল না এবং প্রবল বাতাস বইছিল। হেলিকপ্টারের ওজন কমানোর পাশাপাশি সীমিত জ্বালানি নিয়ে পাইলটরা অসাধারণ দক্ষতা, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অভিযানটি সম্পন্ন করেন। এমনকি হেলিকপ্টারের একটি স্কিড পাহাড়ের ঢালে ঠেকিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবতরণও করা হয়।

ওই পোস্টে আরও বলা হয়, দিনের শেষ সম্ভাব্য অবতরণ-সুযোগে পরিচালিত এই অভিযান ভারতীয় সেনার এভিয়েশন কর্মীদের দক্ষতা, সাহস ও মানবিকতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

উদ্ধারস্থলে পৌঁছনোর পর প্রবল পাহাড়ি হাওয়া এবং খাড়া ঢালের কারণে পাইলটদের সামনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। হেলিকপ্টার অবতরণের মতো কোনও নিরাপদ জায়গা না থাকায় তাঁরা অত্যন্ত নিচু উচ্চতায় হেলিকপ্টারটিকে স্থির রেখে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। এক পর্যায়ে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হেলিকপ্টারের একটি স্কিড পাহাড়ের ঢালে স্পর্শ করানো হয়।

এরপর দ্রুত আহত ব্যক্তিকে নিরাপদে হেলিকপ্টারে তুলে নেওয়া হয়। পরে দুর্গম ও বিপজ্জনক এলাকা থেকে নিরাপদে নেমে আসে হেলিকপ্টারটি।

এই সফল উদ্ধার অভিযান ভারতীয় সেনার এভিয়েশন শাখার প্রস্তুতি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও জীবনরক্ষাকারী অভিযান পরিচালনার অঙ্গীকারের পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম কঠিন ও দুর্গম পার্বত্য পরিবেশেও সেনা এভিয়েশন দল নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

নাগাল্যান্ডের পরিচয় রক্ষা করেই উন্নয়নের পথ এগোতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী রিও

ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড), ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও বলেছেন, ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) ব্যবস্থা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজ্যের পরিচয়, জমি, সংস্কৃতি ও আদিবাসী অধিকার রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণের কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠতে হবে।

শনিবার ডিমাপুরের টাউন হলে বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন (বিইএফআর) আইন, ১৮৭৩ নিয়ে আয়োজিত একটি জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রিও একটি কার্যকর ও মানবিক আইএলপি নীতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, এই নীতিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি বৈধ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিইএফআর ১৮৭৩-এর এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে, যা ভারতীয় নাগরিক, আদিবাসী নাগা জনগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করবে।"

তিনি বলেন, নাগাল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা উচিত নয়। বরং অন্যান্য জায়গার সেরা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পারস্পরিকভাবে একে অপরের পরিপূরক হওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

রিও জানান, রাজ্য সরকার ডিমাপুর, চুমৌকেদিমা ও নিয়ুল্যান্ড জেলায় আইএলপি ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত গৌহাটি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হলেও আদালত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

এই রায়কে "নাগাদের জন্য বড় জয়" হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রায়টি সংবিধানের ৩৭১এ অনুচ্ছেদের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করেছে। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নাগাল্যান্ডের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিইএফআর আইনের প্রসঙ্গে রিও বলেন, স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিধানগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে এবং অন্যের ক্ষতি করার জন্য এর অপব্যবহার করা উচিত নয়।

তিনি আরও বলেন, ১৬ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষরের সময় নাগাল্যান্ডের তৎকালীন নেতারা রাজ্যে এই আইনটির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেছিলেন। ৩৭১এ অনুচ্ছেদের অধীনে স্বীকৃত প্রথাগত আইন, জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ধর্মীয় রীতিনীতি সুরক্ষিত রাখতে হবে। তবে এগুলিরও যেন অপব্যবহার না হয়, সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

এদিকে, নাগা স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এনএসএফ) ইনার লাইন রেগুলেশন কমিশন (আইএলআরসি) মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। সেখানে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি স্বশাসিত নাগাল্যান্ড ইনার লাইন রেগুলেশন কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। এনএসএফের প্রস্তাবিত এই সংস্থার আইএলপি ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ও বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকা উচিত বলেও সংগঠনটি জানিয়েছে।

সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আইএলপি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের চলাচলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার রয়েছে। একইসঙ্গে দেশের নাগরিকদের ভারতের সর্বত্র অবাধে চলাচলের মৌলিক অধিকারও রয়েছে।

ভূষণ বলেন, আইএলপি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহিরাগতদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপের বিষয়টি অবাধ চলাচলের সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে সংঘাত তৈরি করতে পারে। যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে এই ব্যবস্থা এখনও কার্যকর রয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে চালু আইএলপি বর্তমানে মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে কার্যকর রয়েছে। মেঘালয় ও ত্রিপুরাতেও আইএলপি চালুর দাবি জানিয়ে আসছে একাধিক সংগঠন। বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন, ১৮৭৩-এর অধীনেই আইএলপি ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৫ সালে এই বিধি বিজ্ঞপ্তি আকারে জারি করেছিল। এর মাধ্যমে আইএলপি কার্যকর রাজ্য ও অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এবং সীমিত সময়ের জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

আরও পদক জিতে মণিপুর ও দেশের গৌরব বাড়াবে রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা: ক্রীড়ামন্ত্রী

ইম্ফল, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): মণিপুরের ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে আরও পদক জিতবেন এবং রাজ্য ও দেশের জন্য আরও গৌরব ও স্বীকৃতি বয়ে আনবেন বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্থৌজম গোবিন্দাস সিং।

শনিবার ইম্ফলে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৬-এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং খুমান লম্পাক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও সরঞ্জামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। এই উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা ও সমর্থনের আহ্বান জানান তিনি।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত হয়। হকিতে তিনটি অলিম্পিক সোনা জিতে তিনি ভারতের জন্য বিপুল গৌরব বয়ে এনেছিলেন।

তিনি জানান, কিংবদন্তি এই ক্রীড়াবিদকে সম্মান জানাতে এবং ক্রীড়া ও শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব তুলে ধরতে ২০১২ সাল থেকে দেশজুড়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে খেলাধুলায় আরও বেশি অংশগ্রহণ এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

গোবিন্দাস সিং বলেন, খুমান লম্পাক স্পোর্টস কমপ্লেক্স দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া পরিকাঠামো। ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য এই কমপ্লেক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। তাই অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সকালে খুমান লম্পাক স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে একটি হাফ ম্যারাথনের সূচনা করেন মন্ত্রী। প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা মালোম অয়েল ডিপো পর্যন্ত গিয়ে ফের খুমান লম্পাক স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ফিরে আসেন।

মূল অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে হকি স্টেডিয়ামে মেজর ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব নাওরেম প্রবীণ সিং বলেন, নতুন প্রণীত 'ভারত খেল নীতি, ২০২৫' এবং জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি), ২০২০ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি বলেন, শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা এবং খেলাধুলা ও শারীরিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। ফলে দেশের যুবসমাজই ভারতের অন্যতম বড় শক্তি। যুবকদের শারীরিকভাবে সুস্থ রাখা এবং তাঁদের খেলাধুলায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মণিপুরের তরুণ ক্রীড়াবিদরা ভবিষ্যতেও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবেন এবং রাজ্যের অর্জনের তালিকায় আরও সাফল্য যোগ করে মণিপুর ও দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবেন বলে আশা প্রকাশ করেন ক্রীড়া সচিব।

পরে সন্ধ্যায় জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে খুমান লম্পাক হকি স্টেডিয়ামে পুরুষ ও মহিলা হকির প্রদর্শনী ম্যাচেরও উদ্বোধন করা হয়।

উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে উঠছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন

গুয়াহাটি, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগের প্রবেশদ্বার হিসেবে নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্নত পরিকাঠামোর পাশাপাশি যাত্রীদের জন্য বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও। রেল সূত্রে এ কথা জানানো হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কপিঞ্জল কিশোর শর্মা শনিবার জানান, নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের বড় ধরনের আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠনের মূল লক্ষ্য হল যাত্রী পরিষেবা, যাতায়াতের সুবিধা এবং স্টেশনের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নত করা।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রবেশদ্বার হিসেবে নিউ জলপাইগুড়ির ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে।

এনএফআরের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ ও পুনর্গঠনের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল নির্মাণ শাখার জেনারেল ম্যানেজার আশিস বনসল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলমান উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কাজ পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে এনএফআর-এর সদর দফতরের নির্মাণ শাখার উর্ধতন আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের কর্মকর্তারাও ছিলেন। পরিদর্শনের সময় বনসল স্টেশনকে আধুনিক, অত্যাধুনিক এবং যাত্রীবান্ধব রেল পরিষেবা

নাগাল্যান্ডে গ্রামীণ আয়ের বড় উৎস হয়ে উঠছে 'নাগা কিং চিলি'

কোহিমা, ৩০ আগস্ট (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের সেয়িহামা গ্রামে জনপ্রিয় 'রাজা মির্চা' বা 'নাগা কিং চিলি' চাষ ক্রমেই গ্রামীণ আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠছে। চলতি বছরে এই গ্রামে প্রায় ৩,২০০ টিন নাগা কিং চিলি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাজা লঙ্কা বিক্রি করে প্রায় ৩০-৩২ লক্ষ টাকা আয় হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

শনিবার সেয়িহামায় আয়োজিত চতুর্থ অর্গানিক নাগা কিং চিলি ফেস্টিভ্যালে ২০২৬ সালের কৃষি সংক্রান্ত রিপোর্টে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। স্থানীয় কৃষকদের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের মাধ্যমে সেয়িহামাকে নাগা কিং চিলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক এলাকা হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা আরও জোরদার হয়েছে।

তথ্য ও প্রচার বিভাগের প্রতিনিধি কেভিনেইজো জুমু জানান, সেয়িহামা গ্রামে মোট ৪৮২টি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৮০টি পরিবার বর্তমানে সরাসরি নাগা কিং চিলি চাষ থেকে উপকৃত হচ্ছে।

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত কৃষকরা প্রায় ১,৭০০ টিন কিং চিলি সংগ্রহ করেছেন। ফসল তোলার বাকি সময়ে আরও প্রায় ১,৫০০ টিন উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বছরের মোট উৎপাদন প্রায় ৩,২০০ টিনে পৌঁছতে পারে।

শুধু তাজা লঙ্কা বিক্রিই নয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা এসএইচজি-গুলির তৈরি আচার ও অন্যান্য মূল্য সংযোজিত পণ্য থেকেও অতিরিক্ত প্রায় ১-২ লক্ষ টাকা আয় হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

জুমু বলেন, অনুকূল আবহাওয়া চলতি বছরের ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমান চাষের মরশুমে অংশগ্রহণকারী কৃষকরাও ভালো ফল করেছেন।

নাগা কিং চিলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরেন কোহিমার পেরাসিজি ব্যাপটিস্ট চার্চের পাস্টর এবং সেয়িহামার বাসিন্দা রেভারেন্ড কেভিচালি মেথাও। উৎসবের বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন, উৎসবটির জনপ্রিয়তা সেয়িহামা এবং এখানকার নাগা কিং চিলিকে বৃহত্তর পরিসরে পরিচিতি পেতে সাহায্য করেছে।

তিনি জানান, কিং চিলি বিক্রি থেকে পাওয়া আয় গ্রামের একাধিক পরিবারকে জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করার পাশাপাশি তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতেও ভূমিকা রাখছে। সফল ফলন ও গ্রামের অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা উল্লেখ করলেও তিনি বলেন, কৃষির স্থায়ী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরও বেশি গ্রামবাসীকে নাগা কিং চিলি চাষে উৎসাহিত করে মেথা কৃষক, স্থানীয় বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে ধারাবাহিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের আহ্বান জানান। গ্রামের কৃষি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ধরে রাখতে বিনয়, ঐক্য ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপরও জোর দেন তিনি।

উৎসবের আয়োজক কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন আহ্বায়ক লহৌলালি জুমু জানান, ২০২২ সালে প্রথম এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সেয়িহামা এবং এখানকার রাজা মির্চাকে বৃহত্তর মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলা। তিনি বলেন, আগে এই অঞ্চলের বাইরে সেয়িহামার পরিচিতি খুব বেশি ছিল না। কিন্তু উৎসবটি এখন গ্রাম, স্থানীয় উৎপাদন এবং কৃষকদের পরিশ্রমকে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

এই উদ্যোগে নাগাল্যান্ডের উদ্যানপালন দফতর, উত্তর-পূর্ব পরিষদ (এনইসি) এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতার কথা স্বীকার করেন লহৌলালি জুমু। পাশাপাশি কৃষকদের আরও বেশি উৎপাদন এবং বৃহত্তর বাজারে নাগা কিং চিলি বিপণনের সুযোগ করে দিতে আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও উন্নত কৃষি এবং বাজার সংযোগের দাবি জানান তিনি।

পাহাড়ি এলাকায় পরিবহণ এখনও কৃষকদের কাছে বড় সমস্যা বলে জানান তিনি। পাশাপাশি বৃহত্তর বাজারে পৌঁছনো এবং ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বাজার সংযোগ ও কৃষি-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

কৃষক, সরকারি দফতর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় ও সহযোগিতা হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, বাজারের সুযোগ বাড়ানো এবং সেয়িহামায় নাগা কিং চিলি চাষের সামগ্রিক সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্থানীয় গ্রামবাসী, কৃষক ও অন্যান্য অংশীদারদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই উৎসব নাগা কিং চিলি চাষে গুরুত্বকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। ঐতিহ্যবাহী ও স্থানীয় ফসল হিসেবে পরিচিত রাজা মির্চা এখন নাগাল্যান্ডের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং টেকসই অর্থনৈতিক সুযোগের সম্ভাবনাময় উৎস হয়ে উঠছে।

অলিম্পিয়ান ও প্যারা অলিম্পিয়ানদের সংবর্ধনা বিশেষ ক্রীড়া সভায় অনুপ্রেরণার মেলবন্ধন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: ত্রিপুরা প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি এক বিশেষ ক্রীড়া সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়। অলিম্পিয়ান ও প্যারা অলিম্পিয়ানদের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে অনুপ্রেরণার এক বিশেষ মঞ্চ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হকির কিংবদন্তি 'হকির জাদুকর' মেজর ধ্যানচাঁদের পুত্র এবং অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান অশোক কুমার সিং। পাশাপাশি বহিঃরাজ্য থেকে আগত দুই খ্যাতনামা প্যারা অলিম্পিয়ান রাহুল গুপ্ত ও প্রতীম গুপ্তকেও সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা এবং ত্রিপুরা প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে খেলাধুলার মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি এবং তাঁদের প্রতিভাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. কনক চৌধুরী, সম্পাদক স্বপন সরকারসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা ও ক্রীড়া অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন। অলিম্পিয়ান ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

দিল্লির প্রতিযোগীকে হারিয়ে স্বর্ণজয় মৃগাক্ষীর, আগরতলায় আনন্দের জোয়ার

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: জাতীয় স্তরের জুডো প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য পেলেন আগরতলার কিশোরী জুডো খেলোয়াড় মৃগাক্ষী সাহা। বিধানসভা আগ্রায় অনুষ্ঠিত ৫৫তম কেভিএস জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬-২৭-এর ১৪ বছরের বালিকা বিভাগের ৩৬ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জয় করেছেন তিনি। মৃগাক্ষীর এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই আগরতলায় আনন্দের আবহ তৈরি হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় শুরু থেকেই দাপটের সঙ্গে লড়াই করেন মৃগাক্ষী। একের পর এক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নেন তিনি। ফাইনালে দিল্লির প্রতিযোগীর মুখোমুখি হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তাঁকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক নিশ্চিত করেন মৃগাক্ষী।

মৃগাক্ষী আগরতলার কেবি কুঞ্জবন স্কুলের ছাত্রী। বর্তমানে তিনি এনএসআরসিসি খেলো ইন্ডিয়া জুডো সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তাঁর কোচ প্রদীপ সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত অনুশীলন করছেন এই প্রতিভাবান খেলোয়াড়।

উল্লেখ্য, দেশের ১৬টি রাজ্যের জুডো খেলোয়াড়রা এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে থেকে মৃগাক্ষীর স্বর্ণপদক জয় ত্রিপুরার ক্রীড়া মহলে বিশেষ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাধারঘাটে ১৩৭তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান, কর্মসংস্থান নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার প্রশংসা মন্ত্রী সুশান্তর

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'-এর ১৩৭তম পর্ব উপলক্ষে রবিবার বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৫৫ নম্বর বুথের অন্তর্গত ঢুকলি বাজার এলাকায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়িকা মীনা রানি সরকার, মণ্ডল সভাপতি মনীশ দেব-সহ দলীয় কর্মী ও স্থানীয় নেতৃত্ব।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং কর্মসংস্থান-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দেশবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান মানেই সরকারি চাকরি নয়। নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং অন্যের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাও কর্মসংস্থানের অংশ। একজন ব্যক্তি নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি তাঁর অধীনে আরও কয়েকজন কাজের সুযোগ পেলে সেটিও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'পিএম স্বনিধি', 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া', 'স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া' এবং 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর মতো উদ্যোগের মূল লক্ষ্যই হল সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা।

'ভোকাল ফর লোকাল'-এর প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যকে উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করাই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং বিভিন্ন ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

ত্রিপুরায় বিনিয়োগের প্রসঙ্গ তুলে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সম্প্রতি 'ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা' কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের উদ্যোগেই রাজ্যে ধীরে ধীরে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা আগামী দিনে আরও এগিয়ে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।'মন কি বাত'-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসের শেষ রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরছেন। এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সংস্কৃতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পর্যটন, খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গোটা দেশের মানুষ জানতে পারছেন।তিনি আরও বলেন, 'মন কি বাত' দেশের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্য প্রান্তের মানুষের একটি যোগসূত্র তৈরি করেছে। কাশ্মীর থেকে মিজোরাম, তামিলনাড়ু থেকে পাঞ্জাব কিংবা মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্রদেশের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের সাফল্য ও উদ্যোগকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এর ফলে জাতীয় সংহতি ও দেশাত্মবোধ আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডও প্রধানমন্ত্রীর নজরে এসেছে। কাঞ্চনপুর মহকুমার জামতুই এলাকার পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। স্বচ্ছ ভারত মিশনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি জাতীয় স্তরে পরিচিতি পাচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এছাড়া ত্রিপুরার জাতীয় সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে ত্রিপুরা দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাজ্যের বিভিন্ন উদ্যোগ জাতীয় স্তরে তুলে ধরা হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতির চেতনা আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার যে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন, সেই লক্ষ্য পূরণে 'মন কি বাত' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

দিনের আলোয় ফের ছিনতাই সোনার

● **আটের পাতার পর** এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও টহল আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকরা। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে উৎসবের মরশুমে ছিনতাই ও চুরির ঘটনা আরও বাড়তে পারে।

আগরতলার হোলি ক্রস স্কুল ও

● **আটের পাতার পর** একজনকে হারাল যিনি রাজ্যের শিক্ষাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে থাকা ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তিতে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।তাঁর মরদেহ আগরতলায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শেষকৃত্য ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে। ফাদার ইমানুয়েলের জীবনধারা তরুণ প্রজন্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেযারা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার সাহসকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভাল্লুকের হামলায়

● **প্রথম পাতার পর** জানা গেছে, মগ পাড়ার বাসিন্দা অংসাফাই মগ ও তাঁর স্ত্রী অংসানো মগ এদিন সকালে বাড়ির কাছাকাছি একটি রাবার বাগান পরিষ্কার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি ভাল্লুক তাঁদের ওপর আক্রমণ চালায় বলে জানা যায়। ভাল্লুকের কামড়ে দু'জনেই ওই মহিলার স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন। স্ত্রী ও অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহত স্বামী-স্ত্রী সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।এলাকায় ভাল্লুকের হামলার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে জঙ্গলের আশপাশে বা রাবার বাগানে কাজ করার সময় সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে

● **আটের পাতার পর** মূল লক্ষ্য বলে জানান উদ্যোক্তারা। স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতেও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নবজাগরণ ক্লাব।

বিধানসভায় অগণতান্ত্রিক

● **প্রথম পাতার পর** এবং তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। বিধানসভায় সাম্প্রতিক বক্তব্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও সেই উদ্বেগের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিধানসভায় এক প্রবীণ মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, গত দুদিন ধরে বিধানসভায় অগণতান্ত্রিক ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও তিনি কোনও মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেননি। সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে বলেও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

এদিন বক্তব্যে বিজেপি ও আরএসএসের আদর্শেরও সমালোচনা করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের প্রসঙ্গ তুলে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা এবং ব্রিটিশ শাসনের সময়কার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সাভারকরকে বিজেপির অন্যতম আইকন হিসেবে উল্লেখ করে বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার তুলনাও টানেন তিনি।

বক্তব্যের শেষে রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিরোধী দলনেতা। রক্তদাতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের উৎসাহিত করেন তিনি। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও একাধিক হামলার অভিযোগের মধ্যেও রক্তদান কর্মসূচির আয়োজনকে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তুলে ধরা হয়।

ক্যান্সার ওষুধে ভেজাল

● **প্রথম পাতার পর** গভীর তদন্ত ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

বিবৃতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি রাম মন্দিরের দানসামগ্রী লুট, ত্রিপুরায় থানার হেফাজত থেকে উদ্ধার হওয়া সোনা গায়েব হয়ে যাওয়া-সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, এসব ঘটনায় প্রকৃত মূলহোতাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন তিনি। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প প্রসঙ্গে ২০২৩ সালের সিএজি রিপোর্টের উল্লেখ করে ভুয়ো বা সন্দেহজনক কার্ডের অভিযোগ তুলে ধরেন। পাশাপাশি গত ১২ বছরে বহির্বিভাগের চিকিৎসার খরচ ৪০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে বলেও তিনি দাবি করেন।

দিল্লির ভেজাল ওষুধকাণ্ডকে ত্রিপুরার জন্যও সতর্কবার্তা হিসেবে উল্লেখ করেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র।

তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং প্রতারণা ও দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ সমস্যার মুখে পড়ছেন।

শেষে রাজ্যবাসীকে ওষুধ কেনা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রবীর চক্রবর্তী। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে দুর্নীতি ও অনিয়মমুক্ত করার দাবি জানিয়ে বর্তমান সরকারের পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্যে উষ্ণ অভ্যর্থনায়

● **প্রথম পাতার পর** নিজেকে ছোট করে দেখা উচিত নয়। বক্তব্যের শেষপর্বে বিপ্লব দেব কর্মীদের বিনয়ী ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গাছ যত বড় হয়, তত বেশি ফল ধরে এবং ফল ধরলে গাছ আরও বেশি ঝুঁকে পড়ে। তেমনই জীবনে যত সাফল্য আসবে, তত বেশি বিনয়ী হতে হবেতবেই প্রকৃত অর্থে মানুষের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পাওয়া সম্ভব।

এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিপ্লব কুমার দেবের নিযুক্তিকে ত্রিপুরার জন্য গর্বের বিষয় বলে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। তাঁর কথায়, তৃণমূল স্তরের একজন কার্যকর্তা থেকে বিপ্লব দেবের সর্বভারতীয় স্তরে এই দায়িত্বে পৌঁছনো দলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে বিপ্লব দেব ত্রিপুরায় আসার পর থেকেই দলীয় কার্যকর্তাদের কীভাবে দায়িত্ব দিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। সেই সময় রাজ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা ছিল, বিজেপির সংগঠন বিস্তারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে বলে দাবি করেন তিনি।

বিজেপির সাংগঠনিক সংস্কৃতির প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দলের কার্যকর্তাদের কাজের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ত্রিপুরায় বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন বিরোধী দলকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে একটি শক্তিশালী ও গঠনমূলক বিরোধী দল থাকা প্রয়োজন। তবে বিরোধীদের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ধরে রাখতে নিজেদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ভাবতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিজেপি সরকার মানুষের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে 'হিউম্যান টাচ'-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। খেলোয়াড়দের সম্মান জানাতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর সঙ্গে তাঁদের নাম যুক্ত করা এবং জিবি হাসপাতালের সামনে সাধারণ মানুষের জন্য শেল্টার হাউস ও ক্যান্টিনের মতো উদ্যোগ তারই উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিপ্লব দেবের সর্বভারতীয় দায়িত্ব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার বিজেপি কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ তৈরি হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আশা, আগামী দিনে ত্রিপুরার সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এবং রাজ্যের মানুষের উন্নয়নে বিজেপি সরকার আরও কাজ করবে।

এছাড়াও এই দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায় ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বিপ্লব কুমার দেবকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরে বিপ্লব কুমার দেবের এই সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কে সর্বভারতীয় স্তরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁর নেতৃত্বে দল আগামী দিনে আরো এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তারা।

এদিন আগরতলায় অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় সস্ত্রীক উদয়পুর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে যান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সেখানে গিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন তিনি।

নেশার বিরুদ্ধে মানুষ এখন প্রতিবাদী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** এগিয়ে আসলে রাজ্য সরকার অবশ্যই তাদের সহায়তা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের এপিসোডে প্রধানমন্ত্রী নেশামুক্ত ভারত গড়ার কথাও বলেছেন। আমরাও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। পুলিশ সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সিগুলি নেশাবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। সময়ের সঙ্গে মানুষ এখন ধীরে ধীরে সচেতন ও সতর্ক হচ্ছেন। নেশার বিরুদ্ধে মানুষ এখন প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছেন। আর সেটার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শুধু পুলিশ বা নিরাপত্তা এজেন্সি দিয়ে এসব বন্ধ করা যাবে না। যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নেশামুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বন্দেমাতরম এর ১৫০ বছর পূর্তি নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। হর ঘর তিরঙ্গা সম্পর্কেও বললেন। স্ট্রিট ভেন্ডারদের আর্থিকভাবে সহায়তার জন্য পিএম স্বনিধি যোজনার মতো একটা সুন্দর স্কিম এনেছেন তিনি। বিধানসভাতেও এনিয়ে অনেক কথা হয়েছে। যথাযথ স্থানে ভেন্ডার জোন স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই ব্যবস্থাকে কীভাবে আরো শক্তিশালী করা যায় সেই চিন্তাধারা রয়েছে সরকারের। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ভোকাল ফর লোক্যালে গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিশায় কাজ করছে বর্তমান সরকার। স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজকের এপিসোডে মহানায়ক উত্তম কুমারের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যা আমাদের সকলের মন জয় করে নিয়েছে। কারণ বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মহানায়ক উত্তম কুমারের বিকল্প নেই। যা আমাদের কাছে একটা নস্টালজিক অনুভূতি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বড়দোয়ালি মন্ডলের সভাপতি শ্যামল কুমার দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে

● **প্রথম পাতার পর** আসা যায়, তা তুলে ধরে হৃদয়স্পর্শী ছোট নাটক তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় এমন সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করার জন্য কনটেন্ট ক্রিয়েটরদেরও আহ্বান জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় সৃজনশীল উদ্যোগ কোনও আনুষ্ঠানিক প্রচারের তুলনায় বেশি কার্যকরভাবে মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। দেশের যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এর আগে গত ২ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি 'নশামুক্ত যুব ফর বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান'-এর সূচনা করেছিলেন। দেশজুড়ে একটি গণআন্দোলনের রূপ দেওয়া এই অভিযানের সঙ্গে ২৮ হাজারেরও বেশি স্থান যুক্ত হয়েছে এবং এক কোটির বেশি যুবক-যুবতী এতে অংশ নিয়েছেন। এদিন 'মন কি বাত'-এর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানেরও প্রশংসা করেন। দেশজুড়ে নাগরিকদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের আবেগ দেখা গিয়েছে, তা সমাজকে আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও গভীর করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে নাগরিকদের নিজেদের বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করতে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান চালু করা হয়। ২০২৬ সালের এই অভিযানটি জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০তম বর্ষপূর্তির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগস্ট মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেশাত্মবোধের নানা রূপ দেখা যায়। জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বার্ষিকী, দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস থেকে শুরু করে স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় মহাকাশ দিবসবিভিন্ন উপলক্ষ দেশবাসীর মনে দেশপ্রেমের আবেগ আরও জোরদার করে।

'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সেই আবেগকে আরও শক্তিশালী করেছে বলে উল্লেখ করে মোদি জানান, এবছর ৮ কোটিরও বেশি 'তিরঙ্গা সেলফি' আপলোড করা হয়েছে।

শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভারতীয় দূতাবাস ও মিশনগুলিও এই অভিযানে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। 'সূর্যপথ তিরঙ্গা' উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা বিশ্বজুড়ে এক বিশেষ যাত্রায় অংশ নেয়।

মোদি জানান, ফিজির সুভায় দিনের প্রথম আলো ফুটতেই তেরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয়। এরপর এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় মিশন ও পোস্টগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতেও তেরঙ্গা উত্তোলন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সূর্য যখন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এগিয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় তেরঙ্গা উত্তোলনের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত গর্বের। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজকে একসূত্রে বাঁধে এবং দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরও গভীর করে। তিনি 'হর ঘর তিরঙ্গা' এবং 'সূর্যপথ তিরঙ্গা' উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান। মাদকমুক্ত যুবসমাজ গঠন এবং দেশাত্মবোধের চেতনাকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

পাথর সরবরাহে ঘাটতি

● **প্রথম পাতার পর** বৈঠকে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন, মেঘালয় থেকে বৈধ কাগজপত্রসহ আন্ডারলোড পাথর নিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশের সময় বরাক উপত্যকার প্রবেশদ্বার দিগরখাল গেটে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও বহু পাথরবোঝাই গাড়ি সেখানে আটকে রাখা হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। কেন বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও গাড়িগুলিকে আটকে রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, পাথর সরবরাহ বন্ধ থাকায় শুধু পাথর ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন না, এর প্রভাব পড়ছে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও। বিভিন্ন নির্মাণকাজে প্রয়োজনীয় পাথরের জোগান না থাকায় প্রকল্পগুলির কাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে পরিবহন, ক্রেশার, শ্রমিক এবং ছোট-বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার মানুষের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

বৈঠক থেকে ত্রিপুরা ও অসম সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়। ব্যবসায়ীদের দাবি, দিগরখাল গেটের জটিলতা দ্রুত নিরসন করে বৈধ নথিপত্র থাকা পাথরবাহী গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করতে হবে। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে পাথর ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হাজার হাজার মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

এদিকে অসম থেকে রিভার স্টোন ত্রিপুরায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও পরিবহনকারীরা সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। তাঁদের দাবি, বর্ষাকালে নদী থেকে উত্তোলিত পাথরে জল থাকার কারণে গাড়ির ওজন কিছুটা বেড়ে যায়। সেই অতিরিক্ত ওজনকে কেন্দ্র করে চুরাইবাড়ি এমভিআই গেটে একটি গাড়িকে প্রায় ২২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ একটি গাড়ি পাথর বিক্রি করে ব্যবসায়ীদের মুনাফা থাকে মাত্র এক থেকে দেড় হাজার টাকা। ফলে এ ধরনের জরিমানার কারণে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে বলে দাবি তাঁদের।

ব্যবসায়ী মহলের আশঙ্কা, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে এর প্রভাব শুধু চুরাইবাড়ি বা ধর্মনগরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, গোটা উত্তর ত্রিপুরা জেলাজুড়ে পড়তে পারে। তাই ত্রিপুরা সরকারকে অসম সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে দিগরখাল গেটের সমস্যা এবং পাথর পরিবহনের অন্যান্য জটিলতা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোল্ডার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিলন দেবনাথ, সহ-সভাপতি আব্দুল হাসিম তালুকদার, সম্পাদক রূপক দেবনাথ, সহ-সম্পাদক ছয়াব আলী লস্কর, রাজা ধর, সেলিম মিয়া, ইকবাল হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ, সুজেল আহমেদসহ অন্যান্যরা।

রাজনীতি এখন স্বার্থের

● **প্রথম পাতার পর** এটাই সমাধান।" ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে সমাজের ভিতর থেকেই পরিবর্তনের কাজ শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি।

ভাগবত বলেন, ধর্মীয় নেতারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে, যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং সরকারগুলিকে সঠিক নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করতে চান। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সরাসরি রাজনীতির স্তর থেকে শুরু করা যাবে না। আগে সমাজে সংলাপ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে জনমত তৈরি করতে হবে।

তাঁর মতে, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেকটাই জনমতের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে যদি শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়, তাহলে কোনও রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই তা উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ভাগবত বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় নেতাদের তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে স্থানীয় স্তরে ঐক্য ও নিঃস্বার্থ সেবার বাস্তব উদাহরণ তৈরি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ছোট ছোট এলাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে এমন উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে, যা ভবিষ্যতের কাঙ্ক্ষিত বিশ্বের মডেল হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন, "আমরা যে পৃথিবী চাই, তার মডেল নিজেদের জায়গা থেকেই তৈরি করতে হবে।" এরপর সেই উদ্যোগগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে সংযুক্ত করে ধারাবাহিক সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে শুধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন বা শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রদেশ, জেলা এবং ব্লক স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন আরএসএস প্রধান। তাঁর মতে, স্থানীয় স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়লে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস কমবে এবং সামাজিক পরিবেশও বদলাবে।

ভারতে মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরএসএসের সংলাপের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন ভাগবত। তিনি জানান, ২০১৮ সালে দিল্লিতে তাঁর বক্তব্যের পর এই সংলাপ শুরু হয়েছিল এবং ধাপে ধাপে তা এগিয়ে চলেছে। ফল পেতে সময় লাগলেও এই উদ্যোগ বন্ধ করা উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভাগবত বলেন, শুধু ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের কথা জানা যথেষ্ট নয়; সেই জ্ঞানকে দৈনন্দিন আচরণে পরিণত করতে হবে। ভালো আচরণকে এমন অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, যা বস্তুগত লাভ, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের আকর্ষণের বিরুদ্ধেও টিকে থাকতে পারে।

তিনি স্বীকার করেন, দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেওয়া কয়েকজন হয়তো প্রশ্ন তুলেছেনএতগুলি বৈঠকের পরও বাস্তব পরিবর্তন কতটা হয়েছে। তবে তাঁর বক্তব্য, ফল ধীরে এলেও কাজ চালিয়ে যেতে হবে। "আমাদের আরও একটি সংকল্প নিতে হবেযত সময়ই লাগুক, আমরা নিরলসভাবে এই কাজ চালিয়ে যাব," বলেন তিনি।

আরএসএস প্রধান দাবি করেন, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও ধরনের বৈষম্য না করে সংগঠনটি মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পাশাপাশি সেবামূলক কাজও একই সময়ে শুরু করা জরুরি। তিনি বলেন, "সংলাপ প্রথম পদক্ষেপ। সেবা আরেকটি পদক্ষেপ নয়দুটিই একই সঙ্গে শুরু হওয়া উচিত।" আরএসএসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সেবাকে সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

ভাগবতের দাবি, আরএসএসের স্বেচ্ছাসেবকরা সাহায্যপ্রার্থীর ধর্ম বা পরিচয় বিবেচনা না করেই মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সমাজের সহযোগিতায় সংগঠনটি বিভিন্ন আকারে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার সেবামূলক উদ্যোগ পরিচালনা করছে।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৯৬ সালের হরিয়ানার চরখি দাদরি বিমান দুর্ঘটনার উদাহরণ দেন ভাগবত। ওই দুর্ঘটনায় সৌদি আরবের একটি বিমান এবং কাজাখস্তান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের মাঝ আকাশে সংঘর্ষ হয়েছিল। দুই বিমানের অধিকাংশ যাত্রীই মুসলিম ছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ভাগবত বলেন, দুর্ঘটনার পর আরএসএসের স্বেচ্ছাসেবকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের সাহায্য করেন, মৃতদেহ উদ্ধারে সহযোগিতা করেন, শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করেন এবং পরে পরিবারের সদস্যদের মৃতদের শনাক্ত করতেও সহায়তা করেন। তাঁর বক্তব্য, সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্ঘটনাগ্রস্তদের মুসলিম না অন্য কোনও ধর্মের তা বিবেচনা করেননি।

তিনি বলেন, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকায় এবং কোনও বিনিময়ের প্রত্যাশা না থাকায় সংগঠনটি এভাবে কাজ করতে পারে। "আমরা করি, শুধু দিই। বিনিময়ে কিছু চাই না," বলেন তিনি।

আরএসএসের বিভিন্ন সামাজিক কাজ সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রচার না হওয়ায় সংগঠনকে ঘিরে নানা ধারণা তৈরি হয়েছে বলেও দাবি করেন ভাগবত। তাঁর মতে, বাইরে থেকে ধারণা তৈরির পরিবর্তে মানুষকে সংগঠনের কাজ কাছ থেকে দেখার সুযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, সেবামূলক কাজ শুধু মানুষের তাৎক্ষণিক সমস্যা দূর করে না, অনেক সময় তাঁদের মধ্যেও অন্যকে সাহায্য করার ইচ্ছা তৈরি করে। কঠিন পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পর কিছু মানুষ পরবর্তীতে অন্যদের সাহায্য করতে ফিরে আসেন বলেও জানান তিনি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় নেতাদেরও নিজেদের দেশে এই ধরনের নিঃস্বার্থ সেবার উদাহরণ তৈরি এবং তা আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানান ভাগবত।

আরএসএস ১৯২৫ সালে নাগপুরে কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন। ২০২৫ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে মোহন ভাগবত সংগঠনের সরসংঘচালক বা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪০বছর পর রাস্তা নির্মাণ

● **প্রথম পাতার পর** সমস্যায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে গৌরনগরবাসীকে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরকারি উদ্যোগে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তাই কোনওভাবেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সেই দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এলাকাবাসীর আরও বক্তব্য, রাস্তার নির্মাণকাজ নিয়ে কারও অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে জানানো উচিত। কিন্তু নির্মাণকাজে বাধা সৃষ্টি কিংবা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। রাস্তার কাজ নির্ধারিত মান বজায় রেখে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন গৌরনগরবাসী।

টিএসআর কর্মীর গাড়ির ধাক্কায়

● **প্রথম পাতার পর** বরদোয়াল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক টিএসআর কর্মী গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় প্রাক্তন শিক্ষক দীপক দাসকে সজোরে ধাক্কা দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। তবে জিবি হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে পৌঁছানোর পরই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ঘটনার পর প্রাথমিক তথ্যে ঘাতক টিএসআর কর্মীর নাম ভুলবশত 'দুলাল দাস' বলা হয়েছিল। পরে জানা যায়, অভিযুক্ত টিএসআর কর্মীর নাম দীপক দাস এবং তিনি বরদোয়াল এলাকার কর্মী।

রবিবার জিবি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়াত দীপক দাসের মরদেহ মেলাঘরের ইন্দিরানগর কলোনির বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। প্রিয় মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দা, প্রাক্তন সহকর্মী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

মরদেহে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন বিজেপি ধনপুর যুব মোর্চার সভাপতি গৌতম ঘোষ এবং সিপিআইএমের সোনামুড়া বিধানসভার বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। দলমত নির্বিশেষে সকলেই মর্মান্তিক ঘটনার নিন্দা জানান এবং অভিযুক্ত টিএসআর কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

স্থানীয়দের কথায়, দীপক দাস ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল, পরিশ্রমী ও সদাহাস্যময় মানুষ। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান গোটা মেলাঘর ইন্দিরানগর কলোনি এলাকা। ঘটনায় এলাকায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও তৈরি হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 31-08-2026, 01:10

াঙ্গন

মহিলা পুলিশকে হারিয়ে বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা লিগে চ্যাম্পিয়ন জম্পুইজলা প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা লীগ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করলো জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সুপার লিগের চূড়ান্ত ম্যাচে মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকসহ শিরোপা নিশ্চিত করে তারা। খেলার ১০ মিনিটের মাথায় এলিশা জমাতিয়ার গোলে এগিয়ে গিয়ে প্রথমার্ধ ১-০ ব্যবধানে শেষ করে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। তবে দ্বিতীয়ার্ধে জোরালো আক্রমণ চালিয়ে ৫০ মিনিটের মাথায় সীমা দেববর্মার গোলে সমতায় ফেরে জম্পুইজলা। এরপর খেলার অন্তিম লগ্নে, ৯০ মিনিটের মাথায় জয়সূচক গোলটি করে ট্রফি ছিনিয়ে নেয় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। রানার্স শিরোপাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মহিলা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে, তবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য "প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ" নির্বাচিত হন তাদের ফুটবলার এলিশা জমাতিয়া।

অন্যদিকে, দিনের অপর ম্যাচে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাব ১-০ গোলের ব্যবধানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জয়ী দলের হয়ে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন কুন্তি দেববর্মা। পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর জয়ী ও বিজিত উভয় দলকেই শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। রবিবারের ম্যাচ দুটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন রেফারি সুকান্ত দত্ত ও আদিত্য দেববর্মা।

আগরতলায় টিবিএফএ-র উদ্যোগে বিশাল স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ক্রীড়াবিদদের শারীরিক সুস্থতা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রবিবার আগরতলার নেতাজী চৌমুহনীস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের (এনএসআরসিসি) প্রাঙ্গণে এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যেগে এবং আইএলএস হাসপাতাল, আগরতলার যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত এই শিবিরে প্রধানত ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্যের নিয়মিত যত্ন নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরে ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা, ব্লাড সুগার পরীক্ষা এবং লিভার স্ক্যানিং সহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পরামর্শদাতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ড. কে জয়ন্ত রেড্ডি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. নব্যেন্দু সিনহা, ডায়েটিশিয়ান মিস দয়িতা চৌধুরী, ফিজিওথেরাপিস্ট ড. রূপজিৎ দাস, আইএলএস হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অপারেশনস) শর্মিতা রায় এবং ফাইব্রোস্ক্যান টেকনিশিয়ান বিশ্বজিৎ সেন।

বিশেষ করে খেলোয়াড়দের জন্য আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। আগরতলা সহ উদয়পুর এবং কুমারঘাট থেকেও বহু অ্যাথলিট এদিনের শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন অ্যাথলিট এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ নেন।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত জিমন্যাস্টিক কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের যুগ্ম সচিব ও ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি স্বপন সাহা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যান্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস। এবং বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অজয় দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত সমস্ত চিকিৎসক ও অতিথিরা অ্যাথলিটদের সুস্বাস্থ্য বজায় রেখে কিভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও সাফল্য লাভ করা যায় সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

মাস্টার্স গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহ-সভাপতি হলেন ত্রিপুরার প্রিয় লাল সাহা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরা মাস্টার্স স্পোর্টস উইংয়ের সম্পাদক বি কে প্রিয়ালাল সাহা মাস্টার্স গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় কমিটিতে সহ-সভাপতি (ভাইস প্রেসিডেন্ট) পদে নির্বাচিত হওয়ায় ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন ও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিকসের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবের এই দিনে, জাতীয় কমিটিতে এই নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ফলে রাজ্যের ক্রীড়ামহল অত্যন্ত আনন্দিত এবং এটি ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাস্টার্স ক্রীড়ার প্রসারে এক নতুন মাইলফলক স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন : টিএফএ-র ধন্যবাদ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার সফলভাবে সম্পন্ন হলো বৈকুণ্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। পয়েন্টের ভিত্তিতে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব রানার্স আপ হওয়ার কৃতিত্ব দেখায়। সমাপনী দিনে ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ সোশ্যাল এডুকেশন দীপক লাল সাহা, এসপি ত্রিপুরা পুলিশ অমরজিৎ দেববর্মা, পি পি পাবলিকেশনের পক্ষে প্রণব রায় এবং কল্যাণী ফাউন্ডেশনের পক্ষে অরিন্দম দে-সহ ফুটবল সংস্থার অন্যান্য পদাধিকারীরা। টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তির পর মহিলা লীগ কমিটির সেক্রেটারি তথা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি অমিত দেব এক প্রেস বিবৃতিতে সমস্ত অংশগ্রহণকারী দল, ত্রিপুরা রেফারি অ্যাসোসিয়েশন, গ্রাউন্ড স্টাফ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে রাজ্য সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দফতরের অধীন পশ্চিম জেলা পরিদর্শকের কার্যালয়কে ধন্যবাদ জানানো হয়, যারা 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার প্রদান এবং সুপার ফোরে ওঠা চারটি দলকে নগদ ৫০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দিয়ে টুর্নামেন্টটিকে উৎসাহিত করেছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে মাঠে উপস্থিত সমস্ত ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক ও সংশ্লিষ্ট সকল দফত্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনেও ত্রিপুরা ফুটবলের এই অগ্রযাত্রায় সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ত্রিপুরা হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের সভায় একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আগামী সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজ্য স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক লিটন রায়ের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর সিনিয়র স্টেট মিট এবং ৫ সেপ্টেম্বর থেকে উমাকান্ত মাঠে গৌতম দেব ও আশীষ বোস স্মরণে আটটি জেলার অংশগ্রহণে রানিং টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া হ্যান্ডবল খেলার সার্বিক উন্নয়ন, উমাকান্ত মাঠ পর্যবেক্ষণ এবং পদত্যাগ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে ৫ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সভায় সংগঠনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি আগামী ডিসেম্বর মাসে সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র মিট আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহনলাল সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ডিস্ট্রিক্ট কমিটি পুনর্গঠন এবং পুজার পর "এগিয়ে চলো সংঘ"-এর উদ্যোগে ওপেন ক্লাব মিট আয়োজন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। খেলাধুলার এই প্রসারণ ও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত উন্নয়নে নেওয়া এসব পদক্ষেপে সর্বসম্মতভাবে মত দিয়েছেন উপস্থিত সকল সদস্য।

বিশেষ ক্রীড়া সংবর্ধনা সভায় অলিম্পিয়ান ও বিশিষ্টদের মেলবন্ধন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। ত্রিপুরা প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্প্রতি এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, যেখানে ক্রীড়া ক্ষেত্রের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন "হকির জাদুকর" মেজর ধ্যানচাঁদের সুযোগ্য সন্তান, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান অশোক কুমার সিং। পাশাপাশি বহিঃরাজ্য থেকে আগত দুই খ্যাতনামা প্যারা অলিম্পিয়ান রাহুল গুপ্ত ও প্রতীম গুপ্তকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়ের উপস্থিতি গোটা আয়োজনে এক আলাদা মাত্রা যোগ করে। সংস্থাটির সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই সভায় ত্রিপুরা প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. কনক চৌধুরী এবং সম্পাদক স্বপন সরকার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের নতুন পরিচালন কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।।আগরতলায় আইএমএ হাউসের কনফারেন্স হল-এ রবিবার ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্তের পরিচালনায় আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের সভাপতি সঞ্জয় পাল, ত্রিপুরা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং জিবি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. প্রদীপ ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা সভায় উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। সভার শেষ পর্যায়ে সংগঠনের পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে সভাপতি, দিব্যেন্দু দত্তকে সম্পাদক এবং সুভাষ চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করে সর্বমোট ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্টজনদের অভিমত, এই নতুন কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যে যোগব্যায়ামের প্রসার ও বিকাশ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

গার্লস ক্রিকেটে ভবনসকে হারিয়ে ২য় জয় প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। দ্বিতীয় জয় পেলো প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির। পরাজিত করলো ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির কে। উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অন্ত স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির মাত্র ৩১ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল অতিরিক্ত খাতে যদি ২১ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ১০ রানের গণ্ডি পার হতো না। দলের সাতজন ব্যাটসম্যান কোনও রান করতে পারেনি। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের পক্ষে প্রজ্জলিকা চক্রবর্তী ১ রানে এবং ফুলেশ্বরী দেবনাথ শূন্য রানে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলছে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ২১ বল খেলে ১ উইকেট হারিয়ে চোর এর জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন দশ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

বিএসএফের ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হীরক জয়ন্তী বর্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ভলিবল আসরে চ্যাম্পিয়ান হলো পশ্চিম জেলা। শনিবার

গোমতী জেলার বাগমা বিএসএফ ক্যাম্পাসে আয়োজিত ফাইনাল ম্যাচে খোয়াই জেলাকে ৩- ১ সেটে হারিয়ে গোটা আসরে অপরাজিত দল হিসাবে চ্যাম্পিয়ান হয় পশ্চিম জেলা। দেশজুড়ে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য খেলাধূলা - এই শিরোনামে বুধবার থেকে শুরু হয় চার দিনব্যাপী স্পন্দন রাজ্যভিত্তিক ভলিবল টুর্নামেন্ট। বিএসএফের ১৬৯ নম্বর বাহিনীর ব্যবসাপনায় আয়োজিত আসরের

ফাইনাল ম্যাচে বিজয়ী দলের হাতে চ্যাম্পিয়ান ট্রফি তুলে দেন বিএসএফের ত্রিপুরা সীমান্তের মহা পরিদর্শক প্রিন্সিরানী। রানার্স ট্রফি তুলে দেন রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের সচিব ডা: প্রশান্ত কুমার গোয়েল। বিএসএফ ত্রিপুরা সীমান্তের দুই উপ মহা পরিদর্শক পিকে সিং, মহিন্দার সিং, উদয়পুর সেক্টরের উপ মহা পরিদর্শক গজরাজ যাদবও অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করেন। পুরস্কার বিতরনী পর্বে সকলকে স্বাগত জানান বিএসএফের ১৬৯ বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কমাডান্ট ইস নারায়ন মিশ্র। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে গোমতী জেলার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীরা হজাগরি ও কত্থক নৃত্য পরিবেশন করে। বিএসএফের প্রশিক্ষিত কুকুর গুলির কাজকর্মও প্রদর্শন করা হয়।

বরদোয়ালি স্কুলকে হারিয়ে আসাম রাইফেলসপাবলিক স্কুল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সদর স্কুল বালিকাদের ক্রিকেটে হোঁচট খেলো বরদোয়ালি স্কুল। নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে পরাজিত হলো আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। ২১ রানে। অন্তরা মুহুরীর অলরাউন্ড পারফরমেন্সে টানা চার ম্যাচে জয় পেলো আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল। মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান করে। দলের পক্ষে অন্তরা মুহুরী ৪১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২, দেবশ্রীতা চৌধুরী ১৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অনুষ্কা টুডু ১৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। জবাবে খেলতে নেমে বরদোয়ালী স্কুল নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নমঃ ৫৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৪৫ এবং মৃত্তিকা চৌধুরী ৩৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২১ রান করে। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের পক্ষে অন্তরা মুহুরী ১৬ রানে তিনটি এবং লক্ষ্মী কুমারী দুই রানে দুটি উইকেট দখল করে।

সেন্ট পলসস্কুলকে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় হোলিক্রুসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। সদর বালিকাদের স্কুল ক্রিকেটে দ্বিতীয় জয় পেল হোলিক্রুস স্কুল। চার ম্যাচ খেলে। রবিবার হোলিক্রুস স্কুল পরাজিত করে সেন্ট পলস স্কুলকে। ৩৮ রানে। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হলিক্রুস স্কুল নির্ধারিত ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ১৪৫ রান করে। দলের পক্ষে রিমশা কর্মকার ৬৯ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাত্তে পায় ৫৫ রান। জবাবে খেলতে নেমে সেন্ট পালস স্কুল ১০৭ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৫৬ রান। দলের পক্ষে মোহিনী সরকার ২৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, ঝিলিক দেব ১১ এবং ইশিকা দেবনাথ ১০ রান করে। অলিক্রু স্কুলের পক্ষে রিমশা কর্মকার ১৮ রানের চারটি উইকেট দখল করে।

মেসির হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল! ফ্রিকিক থেকে দুই, মন্টিয়েলকে ৭-১ ব্যবধানে উড়িয়ে জয়ে ফিরল মায়ামি

টানা পাঁচ ম্যাচ পর জয়ে ফিরল ইন্টার মায়ামি। জয়ে ফেরালেন সেই লিয়োনেল মেসি। হ্যাটট্রিক-সহ একাই চার গোল করলেন এলএম টেন। তাঁর দাপটে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মন্টিয়েলকে ৭-১ ব্যবধানে হারাল মায়ামি। প্রথম বার মায়ামির হয়ে কোনও ম্যাচে চারটি বা তার বেশি গোল করলেন মেসি। ফুটবলজীবনে এই নিয়ে আট বার একটি ম্যাচে অন্তত চারটি গোল করলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। শেষ বার করেছিলেন ২০২০ সালে বার্সেলোনার হয়ে। গত কয়েকটি ম্যাচে চেনা ছন্দে দেখা যাচ্ছিল না গত বারের এমএলএস চ্যাম্পিয়নদের। বিশ্বকাপ জিততে না পারা এবং বাবার মৃত্যুর হতাশা কাটিয়ে মেসি স্বমহিমায় ফিরতেই বদলে গেল মায়ামির চেহারা। গুরুত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিয়ে খেতাবের দৌড়েও থাকল তারা। ফ্লোরিডায় ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল মায়ামির। মেসিদের আগ্রাসী ফুটবলের সামনে মন্টিয়েল কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রতি আক্রমণমূলক ফুটবলে চলে যায় তারা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ২০ মিনিটের মাথায় দলকে এগিয়ে দেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার ক্যাসেমিরো। বিশ্বকাপের পর মায়ামির হয়ে এটাই তাঁর প্রথম গোল। পিছিয়ে পড়লেও সমানে সমানে লড়াই করার চেষ্টা করেছেন মন্টিয়েলের ফুটবলারেরা। ৩৭ মিনিটে তাদের হয়ে সমতা ফেরান ফ্যাবিয়ান হারবার্স। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে গোল করেন তিনি। সমতা ফেরার পর শুরু হয় মেসি ম্যাজিক। প্রতিপক্ষকে আর সুযোগই দেননি মায়ামির ফুটবলারেরা। ৪০ মিনিটে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন মেসি। ফ্রিকিক থেকে মেসির বাঁক খাওয়ানো শটের নাগাল পাননি মন্টিয়েলের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে আর গোল হয়নি। ৫২ মিনিটে প্রতিপক্ষের একাধিক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে নেন মায়ামি অধিনায়ক। মায়ামি ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণের ঝাঁজ কিছুটা কমায়। তবে ম্যাচের শেষ ১০ মিনিট একরকম ঝড় বইয়ে দেন মায়ামির ফুটবলারেরা। এই সময়েই হয় বাকি চার গোল। মেসিও হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ৮০ মিনিটে মেসির কাছ থেকে বল পেয়ে ৪-১ করেন লুই সুয়ারেজ। ৮৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো ডি পলের কাছ থেকে বল পেয়ে মন্টিয়েল গোলরক্ষক থমাস গিলিয়ের মাথার উপর দিয়ে গোল করেন। ৮৯ মিনিটে মায়ামির হয়ে ষষ্ঠ গোলটি করেন আলেকজান্ডার শ। সংযুক্ত সময় নিজের চতুর্থ গোলটি করেন মেসি। এই গোলটিও করেন ফ্রিকিক থেকে।পয়েন্ট তালিকায় এখনও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মায়ামি। শীর্ষে রয়েছে ন্যাশভিল। দু'দলের পয়েন্টের পার্থক্য ১০। এ বারের এমএলএসে ১৯ ম্যাচে ১৮ গোল হয়ে গেল মেসির। তিনিই এখন গোলদাতাদের তালিকায় শীর্ষে।

জাতীয় ক্রীড়া দিবসে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট।। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে রবিবার বিকেলে দয়ালপাড়ায় অনুষ্ঠিত হলো এক প্রীতি ভলিবল ম্যাচ। দয়ালপাড়াস্থিত মিড ডে সান ক্লাব এবং টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানদের মধ্যে এই প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

দয়ালপাড়াস্থিত ঝড়ঝলা মাঠে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। খেলায় মিড ডে সান ক্লাবের খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হয়ে টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা অংশগ্রহণ করেন। শুরু থেকেই দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

তিন রাউন্ডের এই প্রীতি ম্যাচের প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করে টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। তবে পরবর্তী দুই রাউন্ডে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় মিড ডে সান ক্লাব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে জয় ছিনিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিন রাউন্ডের খেলায় বিজয়ী হয় মিড ডে সান ক্লাব। খেলা শেষে টিএসআর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে মিড ডে সান ক্লাবের খেলোয়াড়দের হাতে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।

এটা কী করে হতে পারে? ভারতীয় দল থেকে ছাঁটাই হওয়া সূর্যকুমার ঘুরিয়ে খোঁচা দিলেন নির্বাচকদের

দেশের মাটিতে ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন এ বছরই। তার পরেও ফর্মে না থাকার কারণে দল থেকেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাঁকে। সেই সূর্যকুমার যাদব জানালেন, দল থেকে বাদ পড়ে তিনি স্রেফ হেসেছিলেন। কেন বাদ পড়েছেন, সেটাও এখনও বুঝতে পারছেন না তিনি। ঘুরিয়ে খোঁচা দিয়েছেন নির্বাচকদের।

তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত একটিও সিরিজ হারেনি। বিশ্বকাপ এবং এশিয়া কাপ জিতেছে। নতুন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারের অধীনে প্রথম দু'টি সিরিজেই হেরেছে ভারত। শুধু ফর্মের কারণে কেন একজন ভাল অধিনায়ককে বাদ দেওয়া হবে, তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন।

প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সূর্যকুমার বলেছেন, "নিজের নাম না দেখে আমি শুধু হেসেছিলাম। যখনই আমি কোনও দলে এক-দু'বছর খেলেছি, সেখানে চাপের মুহূর্ত তৈরি হলে বা পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সব সময়ে হেসেছি। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছি। এ বারও সেটাই করেছি।"

সূর্যকুমার জানিয়েছেন, ভারতীয় দল থেকে যে তিনি বাদ পড়তে পারেন সেটা ভাবেননি। বরং দলকে আরও অন্তত দু'বছর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছিলেন। প্রাক্তন অধিনায়কের কথায়, "কখনও ভাবিনি এ রকম পরিস্থিতি আসবে। ২০২৬-এর শুরু থেকে মাথায় রেখেছিলাম, আমি দলকে আরও অন্তত দু'বছর নেতৃত্ব দেব। অলিম্পিক্স আসবে, আরও একটা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসবে। সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এটাই ভেবেছিলাম। তবে আমার ভাবনা এবং অন্য কারও ভাবনা এক হবে তার কোনও মানে নেই। প্রত্যেকের ভাবনাকে সমীহ করতে হবে। যদি ওঁরা ভেবে থাকেন ভবিষ্যতের জন্য আমাকে সরানোই ঠিক সিদ্ধান্ত, তা হলে সেটাই করবেন। আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। এই সিদ্ধান্ত নির্বাচকেরা নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই দল যদি অন্য কারও অধীনে ভাল খেলে তাতে আমার সমস্যা নেই।"

দল থেকে বাদ পড়ার পর কতটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন সেটাও উঠে এসেছে সূর্যকুমারের কথায়। বলেছেন, "আমি ভাবছিলাম, এটা কী করে হতে পারে? কী ভাবে সম্ভব? সবে বিশ্বকাপ জিতেছি। মানছি, যে ভাবে চেয়েছিলাম সে ভাবে খেলতে পারিনি আইপিএলে। বাদ পড়ার পর ঘরে একা বসেছিলাম। বন্ধু বান্ধব, পরিবার এসেছিল। সকলেই বলেছিল এটাই জীবনের অংশ। কিন্তু তারা বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর আবার একা হয়ে গিয়েছিলাম।'' সূর্যকুমারের সংযোজন, ''নির্বাচকেরা দল ঘোষণার ২-৩ দিন আগে ফোন করে বিষয়টা জানিয়েছিলেন। এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, আমার দোষ ছিল না। কোনও দিন এ সবের প্রতিক্রিয়া দিইনি। ওঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে নিয়েছেন।"

নো বলে বদলে যাচ্ছে ম্যাচের ভাগ্য! বোলারদের গা-ছাড়া মনোভাবে আর্থিক জরিমানা চান গাভাসকর

নো বলে বদলে যাচ্ছে ম্যাচের ভাগ্য। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হাতছাড়া হচ্ছে অথচ হেলদোল নেই বোলারদের। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং বিভাগের এই মানসিকতায় রীতিমতো ক্ষেপেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। তিনি বলছেন, এবার থেকে বোলাররা নো বল করলে জরিমানা করা হোক। নো বলের সংখ্যা বাড়লে জরিমানাও বাড়ানো হবে। ভাগ দিতে হবে বোলিং কোচদেরও।

দেশের মাটিতে ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেন্ডল সিমনস আউট হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বলে। পরে দেখা গেল সেটা নো বল। সিমন্স একাই ৮২ রানের ইনিংস খেলে ভারতকে হারিয়ে দিলেন। এক বছর বাদে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল। ফখর জামান আউট হলেন জসপ্রীত বুমরাহর বলে। পরে দেখা গেল সেটাও নো বল। ফখর সেঞ্চুরি করলেন। পাকিস্তান ৩৩৮ রান তুলল। ভারত অপ্রত্যাশিত ভাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাতছাড়া করল। এ তো গেল দুটো উদাহরণ। এমন বহু ম্যাচ হাতছারা হয়েছে স্রেফ নো বলের জন্য। সদ্য শ্রীলঙ্কা সিরিজের একের পর এক নো বল করেছেন রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়র বোলার।

সুনীল গাভাসকর মনে করছেন, এই নো বল করার প্রবণতা স্রেফ বোলারদের গা-ছাড়া মনোভাবের জন্য।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সরকারি চাকরির পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ আগস্ট: সরকারি চাকরির পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে প্রতিটি পরিবারের মহিলাদের স্বশক্তিকরণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভর জীবনের পথ খুলে দিতে সরকার নির্দিষ্ট উদ্যোগ ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরিকালীন পরিষেবা এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চাকরির অফার প্রদান ও মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি সাব্রুমের মনুবনকুলে নবনির্মিত ফায়ার সার্ভিস স্টেশনেরও উদ্বোধন করেন। এই ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের ১৬ জনকে গাড়ি চালকের পদে অফার প্রদান করা হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে ১৮০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী ৫ জনের চাকরির অফার তুলে দেন এবং ৫ জন মহিলার হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি সরকার মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষায়ও বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে কর্মীদের ঘাটতি যেন না থাকে সেদিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের নানা স্থানে নতুন নতুন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপক ও জরুরিকালীন পরিষেবাতে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম যুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫২টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন রয়েছে। গর্জি, বক্সনগর ও ধলাই জেলার গঙ্গানগরেও নতুন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে। আরও ৫টি স্থানে ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানে অফার প্রাপকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি কাজে যোগদান মানেই জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। সেক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বিকল্প আর কিছু নেই। ফায়ার সার্ভিসের সাথে যুক্ত কর্মীদের সদা সতর্ক ও সজাগ থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে যেতে হবে। রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা। সেজন্য বিকল্প স্বনির্ভরমূলক কর্মসংস্থানের সাথে মহিলাদের যুক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে মহিলাদের বিভিন্ন স্বনির্ভরমূলক কর্মসংস্থানের সাথেও যুক্ত করা হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২, ১৩০ জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলতে উৎপাদনে ভোকাল ফর লোকালে বিশেষ জোর দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও রাজ্যকে আত্মনির্ভর করে তুলতে রাজ্যের মহিলাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে স্বনির্ভর করে তুলতে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। স্বাগত ভাষণ রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অগ্নিনির্বাপক ও জরুরিকালীন পরিষেবা দপ্তরের অধিকর্তা তমাল মজুমদার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য নিয়ে এক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রামথার সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,৩০ আগস্ট: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে তিপ্রামথার উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৭ - গোলাঘাটী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দয়ারামপাড়া খুমচাক কমিউনিটি হলে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে তিপ্রামথার সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় এবং আসন্ন ভিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৭ - গোলাঘাটী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মানব দেববর্মা,টিডাব্লিউএফ এর রীনা দেববর্মা, ওয়াই টি এফ সংগঠনের সিপাহীজলা জেলার সভাপতি বাবলু দেববর্মা, অমৃত দেববর্মা সহ তিপ্রামথার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ভিসি এর চেয়ারম্যান ও সদস্যগন। আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি, দলীয় সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আসন্ন ভিসি নির্বাচনে দলের অবস্থান মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠককে কেন্দ্র করে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়।

দিনের আলোয় ফের ছিনতাই সোনার চেইন লুট

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: স্মার্ট সিটি আগরতলায় ফের দিনের আলোয় ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার অভয়নগর ফাঁড়ির অন্তর্গত সুকান্ত পল্লি এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই মহিলা।

জানা গেছে, শনিবার বিকেলে অজয় সাহার বাড়ির ভাড়াটিয়া পাপিয়া দেববর্মা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় একটি ই-রিকশায় করে আসা ছিনতাইকারীরা তাঁর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ছিনতাইয়ের সময় তিনি আহত হন বলেও জানা গেছে।

ঘটনার পর রবিবার অভয়নগর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পাপিয়া দেববর্মা। অভিযোগের সঙ্গে তিনি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের কাছে জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, আর প্রায় দেড় মাস পর দুর্গাপূজা। তার আগে শহরে একের পর এক চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। দুর্গাপূজার আগে শহরের বিভিন্ন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়। এদিনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী। একইভাবে সাধারণ সম্পাদক পদেও পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন শুভাশিস মজুমদার।

আগামী দুই বছরের জন্য মোট ২১ জন সদস্যকে নিয়ে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা এবং উমাকান্ত একাডেমির প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে আগামী দিনে অ্যালামনির বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সাব্রুমে অগ্নিনিরাপত্তায় নতুন পালক উদ্বোধন মানুবনকুল ফায়ার স্টেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ আগস্ট: অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দিতে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার মানুবনকুলে চালু হলো নতুন ফায়ার স্টেশন। রবিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগরতলা থেকে ভার্চুয়ালি নবনির্মিত মনুবনকুল ফায়ার স্টেশনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। নতুন এই পরিকাঠামো চালু হওয়ায় মানুবনকুল ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও আশার সঞ্চার হয়েছে।

সাব্রুমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, মানুবনকুলের এমডিসি শকাংজাওং মগ, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত-সহ সমাজসেবী এবং পুলিশ ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেইনটেন্যান্স সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তপন কুমার রায়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সভাধিপতি দীপক দত্ত ও বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ নতুন ফায়ার স্টেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের পর ফায়ার বেল বাজিয়ে পরিষেবা চালুর প্রতীকী সূচনা করা হয়। পাশাপাশি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনের ফলকও উন্মোচন করা হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মনুবনকুল ফায়ার স্টেশনটি ত্রিপুরার ৫২তম ফায়ার স্টেশন। স্টেশনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ কোটি ১ লক্ষ টাকা। এখানে রয়েছে ৫,০০০ লিটার ধারণক্ষমতার দুটি ওয়াটার টেন্ডার। প্রতিটি গাড়ির পাম্পের জল নির্গমনের ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ৩,০০০ লিটার। এছাড়াও দ্রুত উদ্ধারকাজের জন্য রয়েছে একটি রেসকিউ টেন্ডার। নতুন ফায়ার স্টেশনে প্রায় ২০ জন ফায়ার স্টাফ থেকে পরিষেবা দিতে পারবেন। অগ্নিকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণমূলক কাজে এই স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মনুবনকুল ও পার্শবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের অগ্নিনিরাপত্তা পরিষেবার প্রয়োজন মেটাতে নতুন এই ফায়ার স্টেশন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

আগরতলার হোলি ক্রস স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত

আগরতলা, ৩০ আগস্ট ২০২৬: উত্তর-পূর্ব ভারত প্রদেশের "কংগ্রিগেশন অফ হোলি ক্রস" গভীর শোকের সাথে রেভারেন্ড ফাদার ইমানুয়েল কালারাক্কাল, সি.এস.সি.-র প্রয়াণে শোক প্রকাশ করছে। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী শিক্ষাবিদ, অনুপ্রেরণাদায়ক নেতা ও পরামর্শদাতা; তাঁর জীবন ও কর্ম ত্রিপুরার হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফাদার ইমানুয়েল ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে আয়ারল্যান্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ হোলি ক্রস সম্প্রদায় এবং ত্রিপুরার শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি; দীর্ঘদিনের নিবেদিতপ্রাণ সেবার মাধ্যমে তিনি এই রাজ্যে এক স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন।

আগরতলার হোলি ক্রস স্কুলের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা শুরু হয় ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে; পরবর্তীতে ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে তিনি আগরতলার হোলি ক্রস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হন এবং ২০১৯ সাল পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, দৃঢ় সংকল্প এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

ফাদার ইমানুয়েলের কাছে শিক্ষা মানে কেবল পুঁথিগত সাফল্য বা ভালো ফলাফল অর্জন ছিল না। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল মননশীলতার জাগরণ, চরিত্রের বিকাশ এবং তরুণদের নিজেদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে সহায়তা করা। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর অথচ উৎসাহদানকারী; নেতা হিসেবে দূরদর্শী অথচ অত্যন্ত মানবিক; এবং পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি অন্যদের জন্য নিজের সময়, প্রজ্ঞা ও আস্থা অকাতরে বিলিয়ে দিতেন।

তাঁর প্রভাব কেবল তাঁর পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তিনি যে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করেছেন, যে শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং যেসব পরিবার তাঁর কাজের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছেতাদের সবার মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর কর্মময় জীবনের সারকথা চারটি সহজ অথচ শক্তিশালী শব্দে প্রকাশ করা যায়: তিনি মানুষের মনকে আলোকিত করেছেন এবং হৃদয়কে গড়ে তুলেছেন। আমরা একজন মহান শিক্ষাবিদ, একজন দূরদর্শী নেতা এবং সর্বোপরি একজন মহৎ মানুষকে হারালাম। ত্রিপুরা এমন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: রামনগর ৮ নম্বর এলাকার ঐতিহ্যবাহী নবজাগরণ ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব, রামনগর মণ্ডল সভাপতি তথা সমাজসেবী অমিতাভ ভট্টাচার্য, নবজাগরণ ক্লাবের সভাপতি উৎপল দত্তসহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

স্বাস্থ্য শিবিরে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। মেডিসিন, চক্ষু ও দন্ত বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত থেকে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ তৈরি করা প্রশংসনীয় সামাজিক উদ্যোগ।

তিনি বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এলে সমাজের বৃহত্তর অংশ উপকৃত হবে। নবজাগরণ ক্লাব ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ক্লাব কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধু নবজাগরণ ক্লাব সংলগ্ন এলাকার মানুষই নয়, আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকেও বহু মানুষ শিবিরে এসে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের কাছে সহজে ও বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ-পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গাড়ি ফেলে পালাল চালক

বিলোনিয়া, ৩০ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার হৃষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত নলুয়ার অভয়নগর দাসপাড়ায় বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে একটি প্রাইভেট গাড়ি থেকে ৫২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার অভিযানে টিআর০১-এএআর-০৬০৮ নম্বরের একটি প্রাইভেট গাড়িকে ধাওয়া করে আটক করা হয় বলে জানা গেছে। অভিযান চলাকালীন গাড়ির চালক ঘটনাস্থলে গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেন নিরাপত্তাকর্মীরা।

খবর পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান সাব্রুম মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। পরে ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দলের সদস্যরাও উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ ও তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় একের পর এক নাকা চেকিং ও নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের চেষ্টা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের ঘটনায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাদক পাচারের কারণে দিন দিন যুব সমাজ নেশার কবলে পড়ছে। তাই গাঁজা ও অন্যান্য মাদকের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত গাড়ির চালকসহ অন্যদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফার্নিচার কারখানায় বন দফতরের অভিযান ঘনিয়ামারায় উদ্ধার বিপুল কাঠ ও তৈরি আসবাব

বিশালগড়, ৩০ আগস্ট: অবৈধভাবে কাঠ মজুত ও ফার্নিচার তৈরির অভিযোগে বিশালগড়ের ঘনিয়ামারা এলাকায় অভিযান চালাল বন দফতর। অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাঠের পাশাপাশি বেশ কিছু তৈরি ফার্নিচার উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বন দফতর সূত্রে জানা যায়, ঘনিয়ামারা এলাকায় একটি ফার্নিচার কারখানায় অবৈধভাবে কাঠ মজুত করে আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছেএমন খবরের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় কারখানায় মজুত থাকা বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ এবং তৈরি ফার্নিচার উদ্ধার করেন বন দফতরের কর্মীরা। যার বাজার মূল্য দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে দাবি করা হয়েছে।

অভিযানের পর উদ্ধার হওয়া কাঠ ও ফার্নিচারের বৈধ নথিপত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে কারখানাটির বৈধতা এবং কাঠ সংগ্রহের উৎস সম্পর্কেও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি নিয়ম মেনে কাঠ ব্যবহার ও ফার্নিচার তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করতে আগামী দিনেও নজরদারি ও অভিযান চালানো হবে। অবৈধভাবে বনজ সম্পদ মজুত বা ব্যবসার সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, ঘনিয়ামারায় বন দফতরের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বনজ সম্পদ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চালানো প্রয়োজন।

ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের নবগঠিত কমিটি ঘোষণা

ধর্মনগর, ৩০ আগস্ট: ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস কমিটির নবগঠিত কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো রবিবার। এদিন ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়।জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে জানান, জেলা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোট ৭৪ জন সদস্যকে নিয়ে নবগঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানান তিনি। নতুন কমিটির সদস্যদের আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিরুপম দে আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত কমিটির সদস্যদের কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আগামী দিনে ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগরতলায় অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের বর্ধিত সভা

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে রবিবার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের ত্রিপুরা স্টেট কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা, গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন, স্থানীয় স্তরে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বক্তারা পঞ্চায়েতগুলিকে আরও সক্রিয় ও জনমুখী করার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সমন্বিত ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এদিনের সভায় বিধায়ক বিরোজিৎ সিনহা-সহ অল ইন্ডিয়া পঞ্চায়েত পরিষদের ত্রিপুরা স্টেট কমিটির সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

১০৩তম দুর্গোৎসব ও ২৬তম দীপাবলি উপলক্ষে যোগমায়া কালীবাড়িতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ আগস্ট: ১০৩তম দুর্গোৎসব ও ২৬তম দীপাবলি উৎসবকে সামনে রেখে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটি। রক্তদান শিবির, চক্ষু ও স্বাস্থ্য শিবির, প্রবীণদের চলন-সহায়ক সামগ্রী প্রদান এবং স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি শিশুদের প্রতিভা বিকাশেও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এরই অংশ হিসেবে রবিবার সকালে বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীবাড়ির নাটমন্দিরে কচিকাঁচাদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নেয় বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'ক' বিভাগে নার্সারি পড়ুয়াদের জন্য 'যেমন খুশি আঁকো', 'খ' বিভাগে 'আমাদের গ্রাম', 'গ' বিভাগে 'শরতের আগমন' এবং 'ঘ' বিভাগে 'শিল্পীর চোখে দেবী দুর্গা/শ্যামা মায়ের রূপ' বিষয় নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি বিভাগের প্রথম দশজন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অভিভাবকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। অভিভাবকদের জন্যও যোগমায়া কালীবাড়ির নাটমন্দির প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সঠিক উত্তরদাতাদের হাতে কমিটির পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি ডা. জগদীশ চন্দ্র নম, কালীবাড়ির কার্যকর্তা মিঠুন বণিক, সুকুমার পাল, চান্দু, রঞ্জন সাহা-সহ অন্যান্যরা।

আগরতলার মুক্তধারা হলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 'মন কি বাত' শুনলেন বিজেপি কার্যকর্তারা

আগরতলা, ৩০ আগস্ট: আগরতলার মুক্তধারা হলে রবিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর সম্প্রচার শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে-সহ বিভিন্ন স্তরের মণ্ডল কার্যকর্তা ও দলীয় কর্মীরা।

'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মুক্তধারা হলে বিশেষ আয়োজন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত সকলে একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাধারণ মানুষের সাফল্য ও উদ্যোগ, সামাজিক পরিবর্তন এবং দেশের অগ্রগতির নানা দিক তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা বলেন, 'মন কি বাত' দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনার আদান-প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাফল্য, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা দেশবাসীর সামনে উঠে আসে। পাশাপাশি ইতিবাচক সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে সাধারণ মানুষও উৎসাহিত হন।

এদিন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে এবং মণ্ডল স্তরের কার্যকর্তারাও মনোযোগ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। অনুষ্ঠানকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

'মন কি বাত' শোনার পাশাপাশি উপস্থিত কার্যকর্তারা দেশের উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার বিষয়েও আলোচনা করেন। সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দলীয় কার্যকর্তাদের ভূমিকার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মুক্তধারা হলের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগ আরও জোরদার করার বার্তাও উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং মণ্ডল স্তরের কার্যকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas